NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বি আর আম্বেদকর: চিন্তাধারা ও দর্শন

গাড়ি দুর্ঘটনায় কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৫

কলকাতা ১৮ এপ্রিল ২০২৪ ৫ বৈশাখ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩০৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.4.2024, Vol.17, Issue No. 306, 8 Pages, Price 3.00

রামলালার ললাটে সূর্য তিলক, আইপ্যাডে মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী রইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

অযোধ্যা, ১৭ এপ্রিল: শ্রীরামের কপাল ঠিকরে বেরচ্ছে নীল দ্যুতি। রাম নবমীতে বিরল দৃশ্যের সাক্ষী রইল গোটা দেশ। 'উদ্বোধনের পর এই প্রথম অযোধ্যার রামমন্দিরে পালিত হল রামনবমী। আর প্রথম রামনবমীকে বিশেষ করে তুলল রামলালার সূর্যাভিষেক। রামলালার কপালে থাকা সূর্য তিলকে আলোকিত হয়ে উঠল গোটা মন্দির। রামলালার কপালে সূর্যের তিলক। অযোধ্যার মন্দিরে প্রথমবার সূর্যাভিষেক হল বালক রামের। মাঝ আকাশে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিজের আইপ্যাডে দেখলেন রামলালার সূর্যাভিষেক। বুধবার সূর্যাভিষেক উপলক্ষে ভক্তদের ঢল নেমেছিল অযোধ্যায়। পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রামলালার কপালে সূর্যতিলক আঁকা হল এদিন। আইআইটি রুরকির বিজ্ঞানীরদের তরফে সূর্য তিলকের জন্য একটি বিশেষ অপটো-মেকানিক্যাল সিস্টেম তৈরি করা হয়। দুপুর ১২টার একটু আগে মন্দিরের উপরের তলায় ইনস্টল করা একটি আয়নায় সূর্যের আলো পড়ে তা ঠিক ৯০ ডিগ্রিতে একটি পাইপের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে এসে রামলালার কপালে এসে পড়ে। নলের অন্য প্রান্তে দ্বিতীয় আয়না ব্যবহার করে সূর্যের রশ্মিকে আবার প্রতিফলিত করানো হয়। এর পরে এটি পিতলের নলের সাহায্যে আবার ৯০ ডিগ্রিতে প্রতিফলিত করানো হয়। মন্দিরের মধ্যে ভিড় এড়াতে বাইরে ভক্তদের জন্য লাইভ সম্প্রচার করা হয় এই সূর্যাভিষেকের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান চলাকালিন বারবার প্রণামের ভঙ্গিতে মাথা নত করতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। এই ভিডিওর সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী বার্তা দেন, 'কোটি কোটি ভারতীয়ের মতো আমার কাছেও আবেগঘন মুহূর্ত ছিল এটি। অযোধ্যার রামনবমী ঐতিহাসিক। এই সূর্য তিলক আমাদের জীবনে শক্তি বয়ে আনুক এবং দেশ ও দেশবাসীর গৌরব ও মর্যাদাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাক।'

'এখন ট্রায়াল দিতে এসেছি...'

অসম বিধানসভার সব আসনে লড়ার ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৭ এপ্রিল: অসমে লোকসভার প্রচারে গিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, এই প্রচার আসলে ট্রায়াল। ফাইনাল খেলা এখনও বাকি আছে। শিলচরের জনসভা থেকে মমতা বলেন, 'তৃণমূল এ বার অসমে চারটি আসনে লড়ছে। এটা তো সবে ট্রায়াল দেখছেন। ট্রায়াল দিতে এসেছি। ফাইনাল খেলা এখনও বাকি। আমি আবার আসব।' অসমে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সব আসনে প্রার্থী দেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। শিলচর কেন্দ্রে তৃণমূলের টিকিটে এ বার ভোটে দাঁড়িয়েছেন রাধেশ্যাম বিশ্বাস। তাঁর সমর্থনে ভোট চেয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, 'আপনারা আমাকে জেতান। আমার প্রার্থী রাধেশ্যাম এবং অন্যদের জেতান। আমি কথা দিচ্ছি, বিধানসভায় সব আসনে তৃণমূল প্রার্থী দেবে।'

বাংলায় তৃণমূল সরকারের সাফল্য এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কথা শিলচরের মঞ্চে একে একে তুলে ধরেন মমতা। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লদীর ভান্ডারের মতো একাধিক প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধার কথা উঠে এসেছে তাঁর ভাষণে। মমতার দাবি, বিজেপির শাসনে এই সুযোগ-সুবিধা পাবেন না অসমের মানুষ। তা পেতে হলে ভোট দিতে হবে তৃণমূলে। বাংলায় তিনি কী কী করেছেন, তার খতিয়ান দিয়ে ভোট চেয়েছেন শিলচরের মানুষের কাছে।

অসমে গিয়ে সিএএ এবং এনআরসি প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'এনআরসিতে এখানে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, আমি আপনাদের পাশে ছিলাম। আমি কলকাতায় রোজ মিছিল করতাম। বিজেপির অত্যাচারের কাহিনি আমি জানি। দেশ জুড়ে অনেক আগুন ওরা জ্বালিয়েছে, তাণ্ডব চালিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা জিতলে এনআরসি হবে না, সিএএ হবে না, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হবে না। আমরা সে সব তুলে দেব। অসমে যাঁদের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত হয়ে আছে, আমি তাঁদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেব।'

উল্লেখ্য, শিলচরের পাশাপাশি অসমের বাকি তিনটি আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনেও প্রচার করেছেন মমতা। অসমের বরপেটায় আবুল কালাম আজাদ, লখিমপুরে ঘনকান্ত চুতিয়া এবং কোকড়াঝাড়ে গৌরীশঙ্কর শরণিয়াকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। বুধবার অসমে গিয়ে সুস্মিতা দেবের প্রসঙ্গ টানেন মমতা। সুস্মিতা অসমের কন্যা। তাঁর বাবা সন্তোষমোহন দেব শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সাংসদ ছিলেন। মমতা বলেন, 'এখানকার মেয়ে সুস্মিতা এখন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ। আমরা ওকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছি। এটা আপনাদের গর্ব।'

অসমের চারটি কেন্দ্রের মধ্যে শিলচরকে তুলনামূলক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল। দলের একাংশের মতে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহনের স্মৃতিকে সম্মান জানাতেই এই কেন্দ্রকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন মমতা।

এক নজরে

তাপপ্রবাহ: ১৫ জেলায় জারি কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চরম গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া আর তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গে ক্রমশ বাড়বে বলেই জানানো হল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে। সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে জারি কমলা সতর্কতা। আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে শুক্র থেকে রবিবার পর্যন্ত ৮ জেলায় জারি করা হয়েছে এই কমলা সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গের বাকি ৭ জেলায় জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। সপ্তাহান্তে ৩ দিন কলকাতাতেও রয়েছে এই তাপপ্রবাহের সতর্কতা। আগামী ৩ দিনে তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যেতে পারে বাঁকুড়া-পানাগড়ের তাপমাত্রা। ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে মেদিনীপুর-আসানসোলের পারদ। ৪০-৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে আলিপুর-দমদমের তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে দক্ষিণবঙ্গের আট জেলায় আগামী কয়েকদিনে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। মঙ্গলবার পরিস্থিতি বুঝে নবান্নে বিশেষ বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা। ভার্চুয়াল বৈঠকে ছিলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সচিব, জেলাশাসকরাও। তবে এসবের মধ্যে সহায় কেবল জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। তার জেরে অবশ্য দক্ষিণে খুব একটা স্বস্তি মিলবে না। উত্তরে রয়েছে বৃষ্টির আভাস।

লোকসভা নির্বাচন শুরুর ঠিক আগে 'দিদির ১০ শপথ' ঘোষণা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার মুখে তৃণমূল কংগ্রেস আজ তাদের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করল। কলকাতার তৃণমূল ভবনে এই ইস্তাহারে থাকা নানা প্রতিশ্রুতি ও মূখ্য বিষয়গুলি সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এই ইস্তাহারে দশটি প্রতিশ্রুতিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ১০ শপথ হিসাবে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, একশো দিনের কাজের সমস্ত জবকার্ড হোল্ডারদের ১০০ দিনের কাজের গ্যারেন্টি ও তাঁদের ৪০০ টাকা দৈনিক মজুরির ব্যবস্থা। দেশের প্রত্যেকের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা ও প্রত্যেককে পাকা বাড়ি দেওয়া। প্রত্যেক বিপিএল পরিবারকে বছরে বিনামূল্যে ১০টি সিলিন্ডার দেওয়া, পরিবেশ বান্ধব রন্ধন প্রক্রিয়া ব্যবহারের অভ্যাস বাড়ানো বাড়ানো, মাসে প্রত্যেক রেশন কার্ড হোল্ডারদের ৫ কেজি বিনামূল্যে রেশন প্রদান করা এবং তা মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ইস্তাহার তপসিলি জাতি ও উপজাতিদের উচ্চশিক্ষার বৃত্তি ও বার্ধক্য ভাতা বৃদ্ধিরও আশ্বাস

দিয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গোটা দেশে মেয়েদের এককালীন ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। লদীর ভান্ডারের আদলে সমস্ত মহিলাদের মাসিক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারতের বদলে দেশে একটি উন্নততর স্বাস্থ্যসাথী বিমা আনা হবে যা ১০ লক্ষের স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা দেবে বলে ইস্তাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সিএএ বিলুপ্ত করা এবং এনআরসি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানিবিধিও ভারতজুড়ে প্রয়োগ করা হবে না বলে জানানো হয়েছে।

ভোটের দিন রাজ্যপালকে কোচবিহারে না-যাওয়ার পরামর্শ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রথম দফার লোকসভা ভোটের দিন কোচবিহারে থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই মতো প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাধ সাধল নির্বাচন কমিশন। ঠিক হয়েছিল বৃহস্পতিবার সকালেই বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে তিনি কোচবিহারের উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেবেন। ভোটগ্রহণের দিন সকাল থেকেই তিনি কোচবিহারে সরেজমিনে ভোট প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখবেন । ১৯ তারিখ সন্ধ্যায় তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু বিকেলেই এই সফর বাতিল করতে বলে কমিশনের বার্তা এল রাজভবনে। কমিশন থেকে রাজভবনে ই-মেইল করে জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, যেহেতু জেলাশাসক, পুলিশ সুপাররা ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকবেন এবং আজ ১৭ তারিখে সন্ধে ৬টার পরেই সাইলেন্স পিরিয়ড শুরু হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভোটের কাজ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হাই প্রোফাইল কোনো ব্যক্তি সেখানে গেলে তাঁর নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে। এই সময়ে যে পুলিশ ফোর্স রয়েছে তা থেকে হাই প্রোফাইল কাউকে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে না। এমনকী সাইলেন্স পিরিয়ডের পর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও যেখানকার ভোটার নন, সেখানে যেতে পারেন না। একই নিয়ম প্রয়োজ্য রাজ্যপালের ক্ষেত্রেও। কাজেই, কোচবিহার তিনি যেতে পারবেন না। যেহেতু সকলে ভোটের কাজে নিযুক্ত রয়েছে, তাই তাঁর নিরাপত্তার কিছু ব্যবস্থা করা যাবে না। তবে, রাজভবন থেকে এখনও পর্যন্ত জানানো হয়নি রাজ্যপালের সফরসূচি বাতিল করা হয়েছে কি না। রাজ্যপালের কোচবিহার সফরের পরিকল্পনাকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসও। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'ভোটের প্রচার শেষের পর রাজ্যপাল এসে ভোটের এলাকায় থাকতে, ঘুরতে পারেন না। তিনি নির্বাচন কমিশনের কেউ নন। ভোটারও নন। বিজেপি এইভাবে পরোক্ষ প্রচার, প্রভাব খাটাতে চাইছে। অবিলম্বে রাজ্যপালের প্রথম দফা নির্বাচনের এলাকায় ঢোকা বন্ধ করা হোক।' কোচবিহারের বাসিন্দাদের কাছে টাটকা হয়ে রয়েছে শীতলকুচির স্মৃতি। এবার যাতে সেসব না হয় তার জন্য সজাগ থাকবেন রাজ্যপাল। তাই তিনি ভোটের আগেই চলে আসছেন। আর নির্বাচনের দিন কোচবিহারে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অন্যদিকে, কোচবিহার জেলা বিজেপি আজ নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করছে যাতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার মনোনয়ন বাতিল করে দেওয়া হয়। কারণ তাঁর নাকি দুটি বিয়ে। আর মনোনয়নপত্রে আছে একটি। আবার নিশীথের বিরুদ্ধে আছে মামলা। ফলে সরগরম হয়ে উঠেছে কোচবিহার। শীতলকুচিতে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চারজন মারা যান বলে অভিযোগ আছে। তাই নির্বাচন কমিশনের বাড়তি নজর রয়েছে কোচবিহারে।

প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতার বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুরে জয় আনাই চ্যালেঞ্জ সৌমিত্রর

শুভাশিস বিশ্বাস

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে আদালতের নির্দেশে বিষ্ণপুর লোকসভা কেন্দ্র পা রাখতে পারেননি বিদায়ী সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। একা হাতে প্রচার সামলেছিলেন সুজাতা। জেতেন সৌমিত্র। পরে নিজের জয়ের কৃতিত্ব সুজাতাকেই দিয়েছিলেন বিজেপির সাংসদ। রাজনৈতিক মহলে সুজাতা পরিচিত ছিলেন সৌমিত্রের স্ত্রী হিসাবে। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে বড়জোড়ার বাসিন্দা সুজাতার সঙ্গে বিয়ে হয় সৌমিত্রের। তিনি তখন বিষ্ণুপুরের তৃণমূলের সাংসদ। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে সৌমিত্র যোগ দেন বিজেপিতে। তাঁর দেখাদেখি সুজাতাও যোগ দেন পদ্ম শিবিরে। তবে এরপর পাঁচ বছরে বদলে গিয়েছে অনেক কিছু। বদলেছে দল। বদলে গিয়েছে সম্পর্ক। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সেই আসনে এবার বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্রের বিরুদ্ধে লড়তে চলেছেন সুজাতা মণ্ডল। তৃণমূল তাঁকেই টিকিট দিয়েছে বিষ্ণুপুরে।

ফলে প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রীর লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র। তবে সৌমিত্রর বক্তব্য, আদতে ২০২৪-এর লোকসভার নির্বাচনের লড়াই হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেখে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, সৌমিত্র একাধিকবার রাজনৈতিক দল বদলালেও ভাগ্যদেবী সবসময়ই প্রসন্ন থেকেছেন সৌমিত্রর ওপরেই।

বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের অবস্থান বাঁকুড়া জেলায়। এই লোকসভা কেন্দ্রের রয়েছে সাতটি বিধানসভা। বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী এবং খণ্ডঘোষ। এর মধ্যে খণ্ডঘোষ বিধানসভা আসনটি পূর্ব বর্ধমানে। বাকি ৬টি বাঁকুড়া জেলায়। এই বিষ্ণুপুর লোকসভায় রয়েছেন বিভিন্ন জাতির মানুষের বসবাস। এর মধ্যে বৌদ্ধ ০.০২ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.১৪ শতাংশ, জৈন ০.০৮ শতাংশ, শিখ ০.০৮ শতাংশ, মুসলিম ৯.৮৯ শতাংশ, তপসিলি জাতি ৩১.৯৫ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ৯.৭৩ শতাংশ।বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাস বলে, ১৯৬২ সালে প্রথম এই আসনে ভোটগ্রহণ হয়। প্রথম ২ বার জয়ী হন কংগ্রেস প্রার্থী পশুপতি মণ্ডল। এরপর ১৯৭১ সালে এই লোকসভা আসন দখলে নেয় বামেরা। সেই শুরু। এরপর ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর ছিল বামেদের দখলেই। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তা পরিচিতি পেয়েছে বাম দুর্গ হিসেবে।

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গ রাজনীতিতে তৃণমূল তার থাবা বিস্তার করলেও বিষ্ণপুরের রাজনীতিতে তখনও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল বামেরা। সেবারেও এই আসনে সিপিএম প্রার্থী জয় পান। এদিকে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন কংগ্রেসের টিকিটে জয় পাওয়া সৌমিত্র খাঁ। এরপর ২০১৪-য় তৃণমূল এই সৌমিত্রকেই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করে তৃণমূল। অন্যদিকে, সিপিএম প্রার্থী করে সুস্মিতা বাউরিকে। বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জয়ন্ত মণ্ডল। নির্বাচনী ফল বলছে, ২০১৪-র নির্বাচনে সৌমিত্র খাঁ পান ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৭০ ভোট। সেখানে সুস্মিতা বাউরির প্রাপ্ত ভোট৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ১৮৫ ভোট। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৩০ ভোট পেয়ে তৃতীয় হন।

এরপর ফের দলবদল করতে দেখা যায় সৌমিত্রকে। উনিশের নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁকেই বিষ্ণুপুরে প্রার্থী করে গেরুয়া শিবির। বিপক্ষে তৃণমূল প্রার্থী করে শ্যামল সাঁতরাকে। এদিকে দেশ জুড়ে তখন মোদি ঝড়। এদিকে বামেরা ততদিনে বঙ্গ রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় বিজেপি ও তৃণমূলে। তবে হাজারো প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন সৌমিত্র-ই। তিনি পান ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৯ ভোট। আর শ্যামল সাঁতরার পক্ষে যায় ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯৭২ ভোট। সাকুল্যে ৭৮ হাজার ৪৭ ভোটে জয়ী হন সৌমিত্র। বিজেপির এই জয়ের ধারা বিষ্ণুপুর লোকসভায় অব্যাহত থাকে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে এই লোকসভার অন্তর্গত ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখীতে বিজেপি জয় পায়। তৃণমূল জেতে বড়জোড়া এবং খণ্ডঘোষে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ২০১৯-র নির্বাচনে সৌমিত্রর হয়ে প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সুজাতার। একুশের নির্বাচনের আগে তাঁদের সম্পর্কে চিড় ধরে। এরপর তৃণমূলে যোগ দেন সুজাতা। তাঁদের আইনি বিবাহ বিচ্ছেদও হয়। প্রাক্তন দম্পতিই এখন বিষ্ণুপুর আসনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এদিকে দলীয় কোন্দল কিন্তু দেখা দিয়েছে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে।

২০২৩-এর শেষের দিকে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়তে দেখা যায় বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ের সামনে। এই পোস্টারের কোথাও লেখা 'টিকিট বিক্রির কান্ডারি সৌমিত্র খাঁকে দূর হটাও'। সঙ্গে এও লেখা হয়, 'বিষ্ণুপুরের জনগণ বিরোধী সৌমিত্র খাঁ নিপাত যাক'। কোথাও আবার সৌমিত্র খাঁয়ের ছবি দিয়ে লেখা, '১০ বছরের অবসান চাই, সৌমিত্র দালালের বিদায় চাই'। এমনকী, এই সব পোস্টারে এও নজরে আসে, 'তিন বছরে চার জেলা সভাপতি পরিবর্তনকারী, মিথ্যাচারী, ব্যাভিচারী, দুষ্কৃতী সৌমিত্র দূর হটো।' শুধু তাই নয়, পোস্টারে এও তুলে ধরা হয়, এই জেলার একাধিক পঞ্চায়েত, বিধানসভা হাতছাড়া হয়েছে সাংসদের জন্যই। আর পোস্টারের তলায় লেখা, 'বিষ্ণুপুরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত অনুশাসিত জনগণের তরফ থেকে।'

আর এখানেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা এই পোস্টারের ভাষা থেকে ধারনা করছেন, এই সব ক্ষোভ আদতে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের ফসল। তবে সৌমিত্রর বিরুদ্ধে যে যাই অভিযোগ তুলুন না কেন তাতে চিঁড়ে যে ভেজেনি, তা স্পষ্ট বিজেপির ২০২৪-এর প্রার্থী নির্বাচন থেকেই। অন্যদিকে, বাম গড় বলে পরিচিত বিষ্ণুপুরে এবারে সিপিএম প্রার্থী করেছে শীতল কৈবর্তকে। চব্বিশের নির্বাচনে শেষ হাসি কে হাসেন, সেটাই দেখার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

LIC- 423897124 পলিসিতে আমার নাম মোঃ ইউসুফ আলী, পিতা-নুরুল হক ছিল। গত ৮-৪-২৪ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি ইসব আলী মুন্সী পিতা নুরুল হক নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Manijul Sekh, পিতা ইসলাম সেখ, সাং ও পোঃ- মুড়াগাছা, থানা-নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-5120170159772 নাম Manijul Shaikh হইয়াছে। ১৫.৪.২০২৪ তারিখের আলিপুর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Manijul Sekh ও Manijul Shaikh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

১) নন্দ দুলাল নাথ ২) প্রবীর নাথ উভয়ের পিতা-মৃত শিব চন্দ্র নাথ ৩) মিনাক্ষী নাথ স্বামী-মৃত জয়গোপাল নাথ **৪) গিরধারী নাথ ৫) রামচন্দ্র নাথ ৬) রাজকুমার নাথ** ৪ হইতে ৬ নং এর পিতা-মৃত জয়গোপাল নাথ **৭) শঙ্করী নাথ** স্বামী মুরারী মোহন নাথ সকলের সাং- জয়পুর পোঃ ও থানা-মগরা জেলা-হুগলী **৮) পদ্মাবতী নাথ** স্বামী-সুজিত কুমার নাথ সাং- সিদ্ধেশ্বরীতলা ঘাট রোড পোঃ-গারুলিয়া থানা-জগদ্দল জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা **৯) রীতা নাথ** স্বামী- রবীন নাথ সাং ও পোঃ-গোবরডাঙ্গা থানা-হাবড়া জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা। বিগত ইং ২৫/১০/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া হুগলী অফিসে দাখিলীকৃত এবং ০১/১১/২০১৯ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ১৫৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্ণিত তপশীল সম্পত্তি আমি বিক্রয় করি।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী সম্পত্তির তপশীল জেলা-হুগলী থানা-মগরা মৌজা-ত্রিবেনীবৈকুণ্ঠপুর জে.এল. নং ৩৬ হাল ১৩৬২ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস.৫৪৭, এল.আর. ৪০৯ দাগে শালি ১৲ ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ১.০৮০৩ একর। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, যদি কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন ১ (এক) মাসের মধ্যে।

ইতি

অমিত কুমার দাস, পিতা-রতন কুমার দাস, সাং- বাসুদেবপুর (কালিতলা মেন রোড), পোঃ-ত্রিবেনী, থানা-মগরা, জেলা-হুগলী।

REQUIRED

Full-time Company Secretary required for a Kolkata-based company (ONEMAX YARN MERCHANTS Pvt. Ltd.)

Interested candidates may mail their resumes on onerise.yarn@gmail.com

NOTICE

It is hereby informed that my Client Indu Sukla wife of Bijay Bahadur Sukla residing at- Golebazar, Kharagpur, Dist- Paschin Medinipur and my said Client had filed a mutation case being Case No- MN/2024/ 1009/1547 and in this matter a power of Attorney exist being No:- IV 15 Date- 30.1.2002 and the said power of Attorney the executor is Monoranjan metia. If any body has objection then please Contact Block Land and Land Reforms office, Kharagpur-1

Niladri Chatterjee
Advocate
Mirpur (Bulbulchati),
P.O.- Kharagpur,
P.S. Kharagpur (L),
Dist.- Paschim Medinipur

NOTICE

That my client **SHRI GOUR CHANDRA ADHIKARI,** son of Shri Gopinath Adhikari, aged about 40 years, by Faith-Hindu, by Occupation-Business, by Nationality-Indian, residing at Village + P.O.-Ranjitbati, P.S.-Khanakul, in the District of Hooghly, West Bengal-712416, India, has lodged a General Diary on **06-04-2024** before the Officer-In-Charge of Khanakul Police Station vide G.D.E. No. **453** for loss of an Original registered Deed of Sale from his custody on **28-03-2024** while travelling towards his own home i.e., registered Deed of Sale dated **26-11-2008,** since been registered before the Office of the **A.D.S.R.**, Khanakul and recorded in its Book No. I, Volume No. 46, Pages from 331 to 338, **Being No. 2434 for the year 2008**, by and between Shri Asit Kumar Ray (**as Vendor**) and Shri Rabindra Nath Samui (**as Purchaser)**. Any person having any right, title, interest, claim, share or demand of any nature, concerning the matter and/or any objection whatsoever in respect of the aforesaid lost deed, must notify the same in writing along with the documentary evidence/proof thereof, to the undersigned **within 7 days** from the date of publication hereof, and where after the claim if any shall be deemed to be waived and no further claim shall be entertained. If found, kindly inform me in my contact numbers - **9875391791 & 8335847438 (WhatsApp Number).**

For **A. K. Nandi & Legal Associates**
Arnab Kumar Nandi ***Advocate***
C. M. M. Court, Calcutta-700001
Barrackpore Court

COURT NOTICE

(Under Order 5, Rule 20 of the CPC)
BEFORE THE COURT OF DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
PUBLICATION OF NOTICE IN PETITION UNDER CONSUMER PROTECTION ACT, 2019
C.C. No-15/2024
SHRI SUBRATA GHOSH
-VERSUS-
THE MANAGER, ENVIRON SOLAR PVT. LTD.,
NOTICE TO:-THE MANAGER, ENVIRON SOLAR PVT. LTD.,
Having its Registered Office at: 60A, Diamond Harbour Road, P.O & P.S- Thakurpukur, Kolkata-700063.

Whereas the above named complainant **SHRI SUBRATA GHOSH** have filed a complaint against the Opposite Party, i.e- **THE MANAGER, ENVIRON SOLAR PVT. LTD**., before this Commission for deficiency in service, restrictive trade practice.

Notice is issued in the name of the Opposite Party that in case if you have any objection against the claim claimed by the complainant, you can file objection to the same within 30 days from the date of publication by yourself or through your authorized representative of this notice failing which the petition shall be decided in accordance with law. The next date of this instant case has been fixed on **24.05.2024** before this Ld' Commission at 10:30 am.

Sd/-
Registrar,
District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল শ্রী শুভঙ্কর বসু, পিতা- শ্রী শ্যামল বসু, সাং- আরংঘাট রোড, বড়ালঘাট, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ এর পক্ষে সর্বসাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, ক্রেতা শ্রী শুভঙ্কর বসু, পিতা- শ্রী শ্যামল বসু, সাং- আরংঘাট রোড, বড়ালঘাট, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, গত ইংরাজীর ০৭/০২/২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮৫/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রেতা ১) শ্রী সুবল চন্দ্র কুন্ডু ওরফে সুবল কুন্ডু, পিতা- স্বর্গীয় অবিনাশ চন্দ্র কুন্ডু, সাং- শ্রীরামপুর রোড, মালঞ্চপাড়া, পোঃ ও থানা - নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, ২) শ্রী প্রভাত কুমার ঘোষ ওরফে প্রভাত ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় বিনয় চন্দ্র ঘোষ, সাং- নিমদহ, পোঃ বেলেরহাট, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, ৩) শ্রী অভিজিৎ সাধু, পিতা- শ্রী নারায়ন চন্দ্র সাধু, সাং-পোড়ামাতলা রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া ৪) শ্রী দীপক কুন্ডু, পিতা- রবীন্দ্রনাথ কুন্ডু, সাং- নেতাজী সুভাষ রোড, সরকারপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অভিজিৎ সাহা, পিতা- ধর্ম সাহা সাং- ব্যানার্জীপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিকট হইতে গত ইংরাজীর ১৫/১২/২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮৩৬/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নবদ্বীপ থানার অধীন নবদ্বীপ পৌরসভার ০৫ নং রূদ্রপাড়া মৌজার আর.এস. ৯৮০, এল.আর ৭০৬৮ নং দাগের এল.আর ৩৭২৫ নং খতিয়ান ভুক্ত ২.৫ শতক ভিটি জমি খরিদ করেন এবং বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও মহেশগঞ্জ অফিসে নিজনাম রেকর্ডভুক্ত করাইবেন। এক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তবে আগামী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে অথবা মহেশগঞ্জ বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অনাথায় ভবিষ্যতে কোনো রূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

রাজকুমার দাস। এ্যাডভোকেট, নবদ্বীপ কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

বরাবর, শ্রী তপন পাল, পিতা- শ্রী বিজয় পাল, সাং- ১৩৪ শ্যামচাঁদ রোড, পোষ্ট ও থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ পিন ৭৪১৪০৪ বিকল্প ঠিকানা শ্রী তপন পাল, পিতা- শ্রী বিজয় পাল, সাং-লেবুতলা লেন, পোষ্ট ও থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ পিন ৭৪১৪০৪ মহাশয়, এতদ্বারা আপনাকে জানান যায় যে, শান্তিপুর তন্তুবায় সংঘ ৯ নং লক্ষ্মীতলা পাড়া লেন, পোষ্ট ও থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ শাখা অফিস অসমঞ্জ দে স্ট্রীট (শান্তিপুর বড়বাজার) পোষ্ট ও থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, যাহা একটি রেজিস্ট্রার সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন নং ১৬৫৩৮/৩৪ পক্ষে সম্পাদক শ্রী নিমাই চাঁদ প্রামানিক বাদীরূপে আপনার বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল লইয়া একটি ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের মোকদ্দমা রানাঘাটের ২য় সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিসন আদালতে দাখিল করিয়াছেন যাহার নম্বর দেওয়ানী ১৫৪/২০২২ অত্র নোটীশ প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের ভিতর আপনি স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবু দ্বারা হাজির হইয়া জবাব দাখিল করিবেন অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা বিচার হইবে। তপশীল নীচতলে একটি দোকান ঘর যাহা জেলা- নদীয়া,পোষ্ট ও থানা- শান্তিপুর, শান্তিপুর পৌর এলাকার ১৩৪ নং শ্যামচাঁদ রোডে অবস্থিত। যাহার চৌহদ্দী উত্তর ও দক্ষিনে বাদীর দোকান ঘর, পূর্বে শ্যামচাঁদ রোড, পশ্চিমে বাদীর খালি জায়গা।

আদেশানুসারে
গোপাল দাস, সেরেস্তাদার ২য় সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিসন আদালত, রানাঘাট, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল শ্রী সঞ্জীব সূত্রধর, পিতা - শ্রী মন্টু সূত্রধর সাং-বসাকপাড়া, চাকীপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন ৭৪১৩০২ এর পক্ষে সর্বসাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, ক্রেতা শ্রী সঞ্জীব সূত্রধর, পিতা - শ্রী মন্টু সূত্রধর সাং- বসাকপাড়া, চাকীপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, গত ইংরাজীর ০৭/০২/২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮৪/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রেতা ১) শ্রী সুবল চন্দ্র কুন্ডু ওরফে সুবল কুন্ডু, পিতা- স্বর্গীয় অবিনাশ চন্দ্র কুন্ডু, সাং- শ্রীরামপুর রোড, মালঞ্চপাড়া, পোঃ ও থানা - নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, ২) শ্রী প্রভাত কুমার ঘোষ ওরফে প্রভাত ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় বিনয় চন্দ্র ঘোষ, সাং- নিমদহ, পোঃ বেলেরহাট, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, ৩) শ্রী অভিজিৎ সাধু, পিতা- শ্রী নারায়ন চন্দ্র সাধু, সাং- পোড়ামাতলা রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া ৪) শ্রী দীপক কুন্ডু, পিতা- রবীন্দ্রনাথ কুন্ডু, সাং- নেতাজী সুভাষ রোড, সরকারপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অভিজিৎ সাহা, পিতা- ধর্ম সাহা সাং- ব্যানার্জীপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিকট হইতে গত ইংরাজীর ১৫/১২/২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮৩৬/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নবদ্বীপ থানার অধীন নবদ্বীপ পৌরসভার ০৫ নং রূদ্রপাড়া মৌজার আর.এস. ৯৮০, এল.আর ৭০৬৮ নং দাগের এল. আর ৩৭২৫ নং খতিয়ান ভুক্ত ১.৬৮ শতক ভিটি জমি খরিদ করেন এবং বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও মহেশগঞ্জ অফিসে নিজনাম রেকর্ডভুক্ত করাইবেন। এক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তবে আগামী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে অথবা মহেশগঞ্জ বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনো রূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

রাজকুমার দাস। এ্যাডভোকেট, নবদ্বীপ কোর্ট

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই এপ্রিল, ৫ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার, দশমী তিথি, জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদাশা, বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ। শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীক জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। ৪। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্র লাভ প্রাপ্তি।। বড়ত বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(আজ মহাঅষ্টমী তিথি মুহূর্ত)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাম নবমীতে অস্ত্র ব্যবহারের পরম্পরা আছে, দাবি বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ৫০০ বছর বাদে রামলালা তাঁর নিজের ঘরে ফিরেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে নতুন মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর এটাই প্রথম রামনবমী। স্বভাবতই মিনি ইন্ডিয়া খ্যাত মিশ্র ভাষাভাষির কাঁকিনাড়ায় এবার রামনবমী পালনের স্বাদটাই একটু আলাদা। বুধবার বিকেলে ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়ার আর্যসমাজ মোড় থেকে শুরু হওয়া রামনবমীর শোভাযাত্রায় ভক্তদের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতোই। বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালকে সঙ্গে নিয়ে এদিন রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। ঘোষপাড়া রোড ধরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ভাটপাড়া মোড় পেরিয়ে মাদ্রাল হনুমান মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়। তবে উক্ত শোভাযাত্রায় রাম ভক্ত অনেকের হাতেই অস্ত্র দেখা গিয়েছে। যদিও অস্ত্র হাতে মিছিল নিয়ে প্রশ্নের জবাবে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'রামনবমীতে অস্ত্র ব্যবহারের পরম্পরা আছে। এটা কেউ আটকাতে পারবে না।' তাঁর

কথায়, ৫০০ বছর বাদে ভগবান রাম তাঁর নিজের ঘরে ফিরেছেন। আর ঘরে ফেরার পর এটাই প্রথম রামনবমী। স্বভাবতই এবার রামনবমী পালনে ভক্তদের উন্মাদনা তুঙ্গে। অন্য দিকে আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রিওয়াল বলেন, ভাটপাড়ায় এটা প্রথমবার আসা নয়। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার সময়ে তিনি এখানকার অত্যাচারিত মানুষজনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'অর্জুন দা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তাই আবার ভাটপাড়ায় এসেছি।' প্রিয়াঙ্কার দাবি, অর্জুন দা মনেপ্রাণে বিজেপিতেই ছিলেন। এদিন রামনবমীর শোভাযাত্রায় হাজির ছিলেন তৃণমূল থেকে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, মন্নু সাউ প্রমুখ।

'আমি হাওড়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছি', বিশেষ পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নির্বিঘ্নেই রামনবমীর শোভাযাত্রা হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া জিটি রোড যেখানে বিগত দু'বছর পরপর ঝামেলা হয়েছে সেইসব এলাকা বুধবার ঘুরে দেখলেন রাজ্যপাল। ওই এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। গোটা এলাকার পুলিশি বন্দোবস্ত নিয়েও খোঁজ খবর নেন। যাওয়ার আগে তিনি বলেন 'আমি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি'।

হাওড়াতে রামনবমীর দিনেই শোভাযাত্রা হয়। তার আগে রাজ্যপালের সফর বুধবারের রামনবমীর মিছিলকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

সম্প্রতি হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা বের করার আবেদনে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। জমায়েত কম করিয়ে শোভাযাত্রার অনুমতি দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। মাত্র ২০০ জনের জমায়েত নিয়ে কলকাতা হাই কোর্ট শোভাযাত্রায় অনুমতি দেওয়া হয়। বুধবার সেইমতোই শিবপুর

আইআইইএসটি-র গেট ১ থেকে রামকৃষ্ণপুর ঘাট রুটে মিছিল শুরু হয়। কোর্টের আরও নির্দেশ ছিল শোভাযাত্রার কোনও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা যাবেনা। রাখা যাবে না কোনও প্ররোচনামূলক বক্তব্য। এছাড়াও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখ তে রাজ্য সরকার চাইলে সেখানে প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করবে কেন্দ্র। বুধবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শোভাযাত্রা বিকেল ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত করতে হবে এমনটাই নির্দেশিকাতে জানিয়েছিল আদালত। একটি গাড়িই ব্যবহার করা যাবে রামের মূর্তি বহনের জন্য তার বাইরে কোনও গাড়ি থাকবে না। এমনকি মিছিল কোথাও দাঁড়াবে না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাবি হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই হাওড়ায় শোভাযাত্রা করা হয়েছে। সেই সকল নির্দেশ মান্য করে বুধবার সম্পন্ন হয় বিশ্বহিন্দু পরিষদের রামনবমীর মিছিল।

রামনবমীর অস্ত্র মিছিল নিয়ে কটাক্ষ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বুধবার রামনবমীর বিকেলে দানেশ শেখ লেনে দলীয় প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। রাম নবমীর মিছিলে অস্ত্র নিয়ে হাঁটার পক্ষে তাঁর যুক্তি, 'রাম তো শুনেছি রাজপুত ছিলেন। আর তীর ধনুক নিয়ে তাঁর পরিচয়। সুতরাং রামের মতো সাজতে গিয়ে কেউ যদি অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা করেন তাতে ক্ষতি কীসের? আজকের দিনটা রামের জন্যই, প্রার্থনার জন্য। মেরে মন মে রাম, তন মে রাম, রোমরোম পে রাম, এটাই সারাদেশের কথা।' পাশপাশি শমীক মুখ্যমন্ত্রীকেও কটাক্ষ করে বলেন, 'এখন তো মুখ্যমন্ত্রীও রামের নাম উচ্চারণ করছেন প্রতিটা সভাতে। এতাই থেকে বড় ব্যাপার সব চেয়ে বড় আনন্দের। আমি কামনা করি ভোটের আর দুই মাস উনি চোট আঘাত না পেয়ে সুস্থ থাকুন'।

সকাল থেকেই হাওড়াতে রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে রাজনৈতিক জলঘোলা করার চেষ্টা করা হয় শাসক দলের পক্ষ থেকে। এছাড়াও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও অঞ্জনী পুত্র সেনার নেতৃত্বে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বের হয় রাম নবমীর মিছিল। এই মিছিলে যাতে কোনওভাবে অশান্তি না হয় সেই বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল প্রশাসন। এছাড়াও বুধবার বেলায় রাজ্যপাল নিজে গত বছরের রামনবমীতে হওয়া অশান্তির স্থানগুলো নিজে পরিদর্শন করেন। একদিকে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান ও আদালতের জোড়া চাপে যথেষ্টই সতর্ক ছিল হাওড়া সিটি পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। যদিও এই বছরে আদালতের নির্দেশিকা মেনেই নির্বিঘ্নে হয় হাওড়ার রামনবমীর মিছিল।

ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্তে পার্কিং ফি বাবদ আদায় ৪৬১ কোটির বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্তে ট্রাক টার্মিনাসগুলি পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিজের হাতে নেওয়ার পর দু-বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পার্কিং ফি বাবদ ৪৬১ কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। এর মধ্যে সদ্য শেষ হওয়া ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ২৭৭ কোটি টাকা। যেখানে আগের বছর তা ছিল ১৮৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ, দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি, কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধা, আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁও, জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি এবং দার্জিলিংয়ের পানিটাঙ্কি এই ৬ টি ট্রাক টার্মিনাস থেকে পার্কিং ফি বাবদ রাজস্ব আদায় হয়েছে। এছাড়া চ্যাংড়াবান্ধায় সীমান্ত থেকে ২১ কোটি টাকার বেশি এবং ফুলবাড়ি ট্রাক টার্মিনাস থেকে সাত কোটি ৬০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে বলে পরিবহণ সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে পর্যন্ত স্থানীয় এজেন্সি এবং পুরসভাগুলি এই টার্মিনাসগুলি থেকে পার্কিং ফি আদায় করত। যা নিয়ে অস্বচ্ছতার অভিযোগ ওঠায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পরিবহণ দপ্তর সমস্ত ট্রাক টার্মিনাসগুলিকে নিজে হাতে নিয়ে সুনির্দিষ্ট হারে রাজস্ব আদায়ে শুরু করে। তারপরেই রাজস্ব আদায় বাড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।

নবান্ন প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই ট্রাক টার্মিনাসগুলি পরিবহণ

মোট ২৭৭ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে বলে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এরমধ্যে সর্বাধিক ৬০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা পেট্রাপোল সীমান্তে।

ওই জেলারই ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে ৫২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পার্কিং ফি আদায় করা হয়েছে। বাঁকুড়ার মহদিপুর সীমান্তে ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা উত্তরবঙ্গের হিলিতে ২৬ কোটি টাকার বেশি দপ্তরকে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেন। টার্মিনাসগুলি থেকে পার্কিং বাবদ ফি আদায় করার নির্দেশও দেন তিনি। এরপরেই নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যজুড়ে এই ধরনের সমস্ত টার্মিনাস অধিগ্রহণ করা হয়। ফলে গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সমস্ত ট্রাক টার্মিনাস থেকে পার্কিং ফি আদায়ের কাজ শুরু করে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। আর সেই রাজস্ব সরাসরি জমা পড়ে সরকারের কোষাগারে।

মার্চ মাসে গ্রিন থেকে ব্লু লাইনে যাতায়াত করলেন ৪.৬৫ লক্ষ মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেট্রোয় গ্রিন লাইন-২ এ বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হওয়ার পর থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত গ্রিন লাইনের বিভিন্ন স্টেশন থেকে ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে যাতায়াত করেছেন প্রায় ৪,৬৫ লক্ষ যাত্রী। এর মধ্যে ২.৫১ লক্ষ যাত্রী এসেছেন শুধু মাত্র এসপ্লয়ানেড স্টেশন পর্যন্তই, এমনটাই জানাচ্ছে কলকাতা মেট্রো। এই পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয় যে এসপ্ল্যানেডে কলকাতা মেট্রোর এই দুটি করিডোরের যে ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্ট তৈরি হয়েছে তাতে পূর্ব রেলপথ এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের শহরতলির অঞ্চলগুলি থেকে আসা যাত্রীদের শহরের কেন্দ্রস্থল সহ শহরের যে কোনও অংশে যাওয়া অনেক সহজ হয়েছে। কয়েক দিন আগে এমন সুবিধার কথা অকল্পনীয় ছিল আমজনতার কাছে।

কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে দেওয়া এই আনুমানিক পরিসংখ্যান অনুসারে, হাওড়া মেট্রো স্টেশন থেকে ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে প্রায় ২.৩৮ লক্ষ যাত্রী এবং হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে প্রায় ২.১১ লক্ষ যাত্রী এই সময়ের মধ্যে যাতায়াত করেছেন। এই সময়ের মধ্যে গ্রিন লাইন ২-এর বিভিন্ন স্টেশন থেকে প্রায় ২৫ হাজার যাত্রী দমদম এবং ২১ হাজার যাত্রী কালীঘাট পর্যন্ত সফর করেছেন। হাওড়া ময়দান, হাওড়া, মহাকরন মেট্রো স্টেশন থেকে প্রায় ১৩ হাজার যাত্রী সফর করেছেন কবি সুভাষ পর্যন্ত।এর পাশাপাশি গ্রিন লাইনের এই অংশের বিভিন্ন স্টেশন থেকে প্রায় ১১ হাজার জন যাত্রী দক্ষিণেশ্বর এবং ১৪,৩০০ জন যাত্রী সফর করেছেন রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত।

এই যাত্রাকে আরও সহজ সুগম করে তোলার জন্য,ওল্ড এসপ্ল্যানেড স্টেশন (ব্লু লাইন) এবং নিউ এসপ্ল্যানেড স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বসানো হয়েছে বেশ কিছু কিউ ম্যানেজারর্স। যা যাত্রীদের অবাধে চলাচল করার সুবিধা দিচ্ছে। একইসঙ্গে ইতিমধ্যেই লাগানো হয়েছে অসংখ্য ব্যানার এবং স্টিকার।

যা যাত্রীদের তাদের সঠিক প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলির পাশাপাশি কোথা থেকে কোন ট্রেন পাওয়া যাবে তা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। মেট্রো কর্মী এবং আরপিএফ কর্মীরাও ব্যস্ত সময়ে এসপ্ল্যানেডে যাত্রীদের সুবিধার্থে একযোগে কাজ করছেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ এপ্রিল ২০২৪ ৫ বৈশাখ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার হয়েছিল গার্ডেনরিচের বহুতলটিতে

পুরসভায় জমা পড়ল তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। নির্মাণ যে বেআইনি ছিল তা স্পষ্ট করেছেন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু ঠিক কোন কারণে ভেঙে পড়েছিল ওই বহুতল তার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছিল। তাতেই সম্প্রতি জমা পড়া রিপোর্ট দুর্ঘটনার জন্য অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রীকেই দায়ী করল।

সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার কমিশনারের কাছে জমা পড়া প্রাথমিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে ওই বহুতলের নির্মাণ সামগ্রী ছিল নিম্নমানের। ২২ মার্চ সাত সদস্যের এক কমিটি গঠন করে কলকাতা পুরসভা ঘটনার তদন্ত শুরু করে। গত শুক্রবার প্রাথমিক রিপোর্ট জমা পড়ে পুর কমিশনার ধবল জৈনের কাছে। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, সেই রিপোর্টে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ওই বহুতলটির নির্মাণে ব্যবহৃত বালি, সিমেন্ট থেকে শুরু

করে লোহার রড কিংবা স্টোন চিপ সব কিছুই ছিল অতি নিম্ন মানের। স্বল্প বিনিয়োগে বিরাট আয়ের লক্ষ্যেই এমন করা হয়েছে বলে জেনেছে ওই তদন্ত কমিটি। বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণ সংস্থার যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তা-ও ওই প্রোমোটিং সংস্থার ছিল না বলেই উঠে এসেছে রিপোর্টে।

ওই কমিটির রিপোর্টে জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরসভার আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম নিয়মকানুন, নিরাপত্তাবিধি মানা হয়নি।

প্রাথমিক রিপোর্ট জমা পড়ার পর প্রশ্ন উঠেছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা পড়ার দিনক্ষণ নিয়ে। কারণ, বুধবার গার্ডেনরিচের ঘটনার এক মাস পূর্ণ হয়েছে, এই এক মাসে কেন ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পারল না পুরসভা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলের কাউন্সিলরেরা। তবে কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আরও দু'সপ্তাহ সময় চেয়েছে কমিটি। কারণ, ঘটনার পর যুগ্ম কমিশনার জ্যোতির্ময় তাঁতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন পুর কর্তৃপক্ষ। তদন্ত কমিটি ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে রিপোর্ট তৈরি করতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব দিয়েছে। চলতি সপ্তাহে ভেঙে পড়া নির্মাণের কলাম এবং চাঙড়ের নমুনা ও মাটি সংগ্রহ করেছেন যাদবপুরের বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে বহুতলের আবর্জনা সরিয়ে গর্ত খুঁড়তেই কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে গিয়েছিল। তাই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেতে কলকাতা পুরসভার আরও একটু সময় লাগবে।

১৭ মার্চ গভীর রাতে গার্ডেনরিচ এলাকার ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভেঙে পড়ে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল। ঘটনার জেরে প্রশ্নের মুখে পড়ে কলকাতা পুরসভা। অভিযোগ ওঠে, সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে তৈরি হয়েছিল বহুতলটি। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অভিযোগ করেছিল, কলকাতা পুরসভার উদাসীনতার জেরেই শহরে বেড়েছে বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা। সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শামস ইকবালের বিরুদ্ধে ও ওই ভেঙে পড়া নির্মীয়মাণ বাড়িটির প্রোমোটার মহম্মদ ওয়াসিমের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগও করে তারা।

শেষ মুহূর্তে অনুমতি বাতিল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পালন হল না রামনবমী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পাসে অশান্তির আশঙ্কায় রামনবমী পালনের নির্দেশ প্রত্যাহার করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এসএফআইয়ের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর অনুমতি দিয়েও মঙ্গলবার গভীর রাতে নির্দেশ প্রত্যাহার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রামনবমী পালন করতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন একদল 'রামভক্ত' পড়ুয়া। সেইমতো বুধবার সকাল ১১ টা থেকে ২ টো পর্যন্ত ক্যাম্পাসে কোনও শোভাযাত্রা ছাড়া শুধুমাত্র পুজোর অনুমতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি বহিরাগত প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে রামনবমী পালনের বিরোধিতায় শুরু থেকেই সরব ছিল এসএফআই-সহ একাধিক বাম ছাত্র সংগঠন। সেইমতো রেজিস্টারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় তারা। যেখানে বলা হয়, ওই আবেদনকারী ১০৩ জনের মধ্যে বহু নাম ভুয়ো। তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও যোগ নেই। পাশাপাশি ধর্মের নামে

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অশান্ত করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। এর পরই মাঝরাতে হঠাৎ সেই অনুমতি বাতিল করেন রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু।

অনুমতি বাতিলের পিছনে মূলত ৩ কারণ তুলে ধরা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ক্যাম্পাসে রামনবমীর পুজো চেয়ে যেসব পড়ুয়া আবেদন করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই দাবি করেন, অনুমতি ছাড়া তাঁদের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বেশকিছু অভিযোগ এসেছে যেখানে বলা হয়েছে এর ফলে ক্যাম্পাসে শান্তি শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতির বাতাবরণ খারাপ হবে। এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে চিঠি এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে বর্তমানে আদর্শ আচরণবিধি লাগু রয়েছে। তা যেন ভালোভাবে মানা হয়। এই কারণগুলিকে মাথায় রেখেই বাতিল হয়েছে রামনবমীর অনুষ্ঠান।

জেটিয়া পঞ্চায়েত দুর্নীতির আখড়া, অভিযোগ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : 'হালিশহর জেটিয়া পঞ্চায়েত দুর্নীতির আখড়া। সেই দুর্নীতির তদন্ত হওয়া উচিত।' বুধবার হালিশহনর জেটিয়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতি নিয়ে এভাবেই সরব হলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বকুলতলা থেকে রামনবমীর শোভাযাত্রা বের হয়। বিস্তীর্ণ গ্রাম পরিক্রমা করে হালিশহর স্টেশন রোড ধরে নান্না কালী মন্দির প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষ হয়। সেখানে তিনি শক্তির দেবী এবং ভগবান রামের পুজোয় অংশ নেন। রামনবমীর শোভাযাত্রায় বেরিয়ে গ্রামের রাস্তাঘাটের কঙ্কালসার চেহারা তাঁর নজরে আসে। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'এখানকার

রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল দশায় পরিণত। রাস্তা হয়নি। অথচ দেখবেন রাস্তা তৈরির টাকা উঠে গিয়েছে।' বিজেপি প্রার্থীর দাবি, ফের জিতে সাংসদ হলে গ্রামবাসীদের চাহিদা মেনে তাঁর প্রথম কাজ হবে সাংসদ তহবিলের অর্থে জেটিয়ার পঞ্চায়েতের বেহাল রাস্তাঘাট ও নিকাশির হাল ফেরানো। রামনবমী পুজো নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ৫০০ বছর বাদে মোদিজির হাত ধরে রামলালা তাঁর নিজের জায়গায় পৌঁছেছেন। অযোধ্যায় নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠার পর এবার প্রথম রামলালার পুজো হচ্ছে। তাই এবার সর্বত্র ঘটা করেই রামনবমী পুজো হচ্ছে। সিঙ্গুরের টাটা কারখানা নিয়ে বিজেপি প্রার্থীর মন্তব্য, ওখানকার চাষি ভাইয়েরাও চাইছেন টাটা কারখানা ফিরে আসুক। যদিও টাটা কারখানা ফিরিয়ে আনার দাবিতে তাঁরা আন্দোলন জারি রাখবেন। কৃষক পরিবারের ছেলে-মেয়েরা যাতে টাটা কারখানায় চাকরি পায়।

ভাঙড় থানার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাঙড় থানার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ। সূত্রের খবর, স্থানীয় এক গ্যাসের ব্যবসায়ীকে হুমকি দিয়ে আড়াই লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে এই ভাঙড় থানার তরফ থেকে। এরপর আরও বাকি আড়াই লক্ষ টাকা নিতে গেলে পুলিশকে ধরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারাই। আর এই তোলাবাজির ঘটনা ঘটেছে ভাঙড় থানা এলাকার শাকশহর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাঙড় থানা এলাকার শাকশহরে বাসিন্দা সাইফুদ্দিন মোল্লা গ্যাসের ব্যবসা করেন। অভিযোগ, টাকা না দিলে গ্যাসের কারবার বন্ধ করে দেওয়া হবে, এমনকী সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হবে বলেও হুমকি দেন কালকাতা পুলিশের ভাঙড় থানার এআরও বিশ্বরাজ রায়চৌধুরী। পুলিশের এই হুমকির জেরে ১০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হন সাইফুদ্দিন। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিশ্বরাজ রায়চৌধুরী গিয়ে আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে যান। যার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে।

বুধবার বাকি আড়াই লক্ষ টাকা নিতে গেলে পুলিশের গাড়ি দেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এই প্রসঙ্গে সাইফুদ্দিন জানান, 'ব্যবসা করে সংসার চলে। পুলিশ ব্যবসা বন্ধ করে দেবে বলে হুমকি দেয়। বাধ্য হয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলি। হাতে পায়ে পরে আড়াই লক্ষ টাকা দিই। কিন্তু বাকি টাকা কোথায় পাব?' এদিকে পুলিশের এই তোলাবাজির ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও ভাঙড় থানার আইসি সুশান্ত মণ্ডল জানান, এই অভিযোগের কথা তিনিও শুনেছেন। এবার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রামনবমী উদ্‌যাপন কলকাতার বড় বাজারে। ছবি: অদিতি সাহা

'কাজ করা যাচ্ছে না' সুদীপের কাছে তৃণমূলের কাউন্সিলর মোনালিসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিনি কাজ করতে পারছে না। এমনই অভিযোগ তুলে উত্তর কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে ৪২ ঘণ্টা ধরনায় বসে রইলেন মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পুরসভার ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'দিন ধরে ধরনা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

এর আগেও একই অভিযোগে ধরনা দিয়েছিলেন তৃণমূলের এই কাউন্সিলর। সেবার ধরনা তিনি দিয়েছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে। বুধবার তাঁকে দেখা গেল সুরেন্দ্রনাথ কলেজের উল্টোদিকের রাস্তায়। এদিকে সূত্রে খবর, মোনালিসার এই ধরনার সঙ্গে পাশাপাশি যোগ দিয়েছেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের এক বিরাট অংশও।

আর এই ধরনার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মোনালিসা জানান, 'আমি তিন দিন ধরে বলে যাচ্ছি যে কাজ করতে বাধা পাচ্ছি। কয়েকজন ব্যক্তির জন্য কাজে অসুবিধা হচ্ছে। বিষয়টি উচ্চ-নেতৃত্বকে জানিয়েছি। তবে এখনও সমস্যার সুরাহা হয়নি।' মোনালিসার প্রশ্ন, ৪৯নম্বর ওয়ার্ড কি উত্তর কলকাতার বাইরে? তাঁর কথায়, 'এখানকার রেজাল্ট যদি খারাপ হয় তাহলে তো কাউন্সিলরকেই জবাব দিতে হবে।' জানান, আর সেই কারণেই উচ্চ-নেতৃত্বর শরনাপন্ন হয়েছিলেন তিনি।

পাশাপাশি মোনালিসার সংযোজন, 'আমি অনেক মিটিংয়ে বলেছি একসঙ্গে কাজ করা উচিত। কিন্তু কয়েকজনের জন্য সেটা হচ্ছে না। এই ঘটনায় ভোটে প্রভাব পড়ছিল। সেই কারণেই বলা।'

নীল-সাদা রংয়ে সাজল ১১৩ বছরের টালা ট্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নীল-সাদা রংয়ের তালিকায় নয়া এক সংযোজন। বদলে গেল কলকাতার শতাধী প্রাচীন টালা ট্যাঙ্কের রংও। ১১৩বছর বয়সে এসে এবার নীল-সাদায় সেজে উঠল বিশ্বের অন্যতম বড় জলাধার টালা ট্যাঙ্ক।

সূত্রে খবর, কয়েকবছর ধরে ধাপে ধাপে সংস্কারের পর গত বছর থেকে পুরোদমে চালু হয় টালা ট্যাঙ্ক। পুরসভা সূত্রে খবর, ১০০ বর্গমিটার আয়তনের এই জলাধার সংস্কারের জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার লিটার রং। তবে বিশ্বের বৃহত্তম ওভারহেড জলের ট্যাঙ্কে যে রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে, তা বাজারের সাধারণ রং নয়। পানীয় জলের বিশুদ্ধতা ও জলাধারের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বিশেষ রঙের পোচ লাগানো হয়েছে এই টালা ট্যাঙ্কে।ট্যাঙ্কের বাইরের দেওয়ালে যে রং দেওয়া হয়েছে তার বিশেষত্ব হল অতিবেগুনি রশ্মি নিরোধক এবং ভিতরে ব্যবহার করা হয়েছেমরচে নিরোধক রং। সবচেয়ে বড়ে কথা যে রং সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে, তার পুরোটাই সীসাহীন। নীল-সাদা রঙে একেবারে নবরূপ পেয়েছে টালা ট্যাঙ্ক।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে রং করা হয়েছিল হাওড়া ব্রিজ। সেই কাজে ব্যবহার হয়েছিল প্রায় ২৬ হাজার লিটার সীসাহীন রং। তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি রং লেগেছে টালায়।

উচ্চ মাধ্যমিকে উচ্চ মেধার মূল্যায়নে তুলনামূলক কঠিন হবে ২০ শতাংশ প্রশ্ন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চ মাধ্যমিকের মাধ্যমে মেধার মূল্যায়নে জোর দিতে চাইছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ!

সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য মঙ্গলবার জানিয়েছেন প্রশ্নপত্র তৈরির ক্ষেত্রে মেধাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আবার সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও যাতে উত্তর দিতে পারে, সেই দিকটাও খেয়াল রাখা হচ্ছে। অর্থাৎ, সকলেই যে ঢালাও নম্বর পেয়ে পাশ করে যাবে তেমনটা নয়। আবার খারাপ ফলাফল যাতে না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

জানা যাচ্ছে, উচ্চ মাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ প্রশ্ন সহজ, সাধারণ হবে। ৩০ শতাংশ প্রশ্ন সামান্য জটিল হবে। এবং ২০ শতাংশ প্রশ্ন থাকবে উচ্চ মেধার জন্য। এক্ষেত্রে 'অ্যাচিভার্স' শধটি ব্যবহার করা হয়েছে সংসদের তরফে। বলা হয়েছে, তুলনামূলকভাবে কঠিন হবে এই ২০ শতাংশ প্রশ্ন। যা পড়ুয়াদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি যুক্তি ও বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতাও পরখ করবে।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের থেকে চালু হচ্ছে সেমেস্টার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে দু'টি করে সেমেস্টার থাকবে। সংসদ আগেই জানিয়েছিল, প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা এমসিকিউ-ভিত্তিক হবে। যে প্রশ্নগুলির উত্তর ওএমআর শিটে চিহ্নিত করতে হবে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের। কিন্তু, প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়েও বিভিন্ন ধরনের এমসিকিউ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। সংসদ সভাপতি বলেন, 'মাল্টিপল চয়েস বলতে সাধারণত আমরা বুঝি, একটা প্রশ্ন থাকবে ও তার উত্তর দেওয়ার জন্য চারটে অপশন থাকবে। কিন্তু, অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন অনেক ধরনের হয়। যেমন, শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা হয়। দেওয়া হয় বিকল্প উত্তর। সেগুলির মধ্যে কোনটি শূন্যস্থান পূরণের সঠিক উত্তর তা বেছে নিতে হয় পরীক্ষার্থীকে।'

প্রবল দাবদাহে মৃত্যু হচ্ছে বিভিন্ন প্রান্তে

শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত স্কুল বন্ধের আর্জি শিক্ষক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা এপ্রিলের শুরুতেই তাপপ্রবাহে প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্কুলগুলি বন্ধ রাখার আবেদন জানানো হল শিক্ষক সংগঠনের তরফে। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির পক্ষ থেকে ই-মেলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে এই আদেবন জানানো হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপপ্রবাহ চলবে। শিক্ষক সংগঠনের আবেদন, পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিক্ষা দপ্তর ২২ এপ্রিল পর্যন্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলে ভাল হয়। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বনগাঁ-মাঝেরহাট লোকালে গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক মহিলা। তাঁকে সহযাত্রীরা বামনগাছি স্টেশনে নামিয়ে দিলে

সেখানেই মারা যান তিনি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার রাঘবপুর পূর্বপাড়ার বাসিন্দা সেখ সাকিলা বিবি (৬২) অটোয় বসে সানস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আবার পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে দুপুরে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় অলোকচন্দ্র কর্মকারের (৫২)। বাড়ি কাশীপুরের মানিহারা গ্রামে। রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া এই সব মৃত্যুর কথাও তুলে ধরা হয়েছে আবেদনে।

শিক্ষক সংগঠনের তরফে স্বপন মণ্ডল বলেন, 'গরমের কারণে নাজেহাল অবস্থা সকলের। এই গরমে স্কুল করতে যেমন অসুবিধা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের, তেমনই অসুবিধায় পড়ছেন স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষাকর্মীরা।' তিনি জানিয়েছেন, 'গত সোমবার কলকাতা এক স্কুলে বছর ৪০-এর এক শিক্ষক গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওই দিন রাতেই তিনি স্ট্রোকে মারা গিয়েছেন। আমরা তাই এই বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছি।'

শুক্লাষ্টমী তিথিতে মা অন্নপূর্ণারূপে পূজিত হন লেক কালীবাড়িতে।

সম্পাদকীয়

স্কুলে মিড-ডে মিলের সহায়ক আনাজের বাগান তৈরি করার উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয়

স্কুলে স্কুলে 'কিচেন গার্ডেন', অর্থাৎ 'আনাজের বাগান' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই আনাজের বাগান মিড-ডে মিলে সহায়ক হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষা দফতরের এই নির্দেশ অবশ্যই ভাল পদক্ষেপ। এখন প্রাথমিক স্কুলে মিড-ডে মিলে পড়ুয়াপিছু বরাদ্দ মাত্র ৫ টাকা ৪৫ পয়সা। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের বরাদ্দ ৮ টাকা ১৫ পয়সা। সঙ্গে অবশ্য ভাতের চালটা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এই কম বরাদ্দে মিড-ডে মিল চালাতে আছে নানা সমস্যা। পড়ুয়াদের পুষ্টি বাড়ানোর জন্য জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি গত দু'মাসে পড়ুয়াপিছু সপ্তাহে অতিরিক্ত বরাদ্দ ছিল ২০ টাকা করে। মার্চ ও এপ্রিল মাসের জন্য পড়ুয়াপিছু সপ্তাহে সেই বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ টাকা করে। এই অতিরিক্ত বরাদ্দে পড়ুয়াদের ডিম, ফল ও মাংস খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে। এপ্রিল মাসের পর অতিরিক্ত বরাদ্দ কমে গেলে আবার দেখা দেবে পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য পয়সা জোগানোর সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা দফতরের নির্দেশ, স্কুলে স্কুলে চালু হোক 'কিচেন গার্ডেন'। এই বাগান করার জন্য প্রাথমিক স্কুলপিছু বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০০০ টাকা। উদ্দেশ্য মহৎ; নিজেদের বাগানে আনাজ চাষে আনন্দ, আর সেই আনাজপাতি মিড-ডে মিলে ব্যবহার করে কিছুটা খরচে সাশ্রয়। আমি হাওড়া জেলার আমতার অনেক জায়গায় সরকারি এই নির্দেশের আগে থেকেই স্কুলগুলিতে আনাজের বাগান দেখেছি। এখন প্রায় আমতার সব স্কুলেই এই বাগান হয়েছে। কুমড়ো, ঢেঁড়স, টমেটো, পটল, চিচিঙ্গা, লঙ্কা ও নানা ধরনের আনাজপাতি চাষ করে তারা বেশ আনন্দে আছে। ছোট থেকেই পড়ুয়াদের বিভিন্ন ধরনের আনাজ চেনা ও গাছ পরিচর্যায় আগ্রহ বাড়ছে। তাজা আনাজপাতি পেয়ে পড়ুয়ারাও খুশি। যাদের স্কুলে জায়গা নেই, তারা 'ছাদ বাগান' করে আনন্দ পেয়েছে। সামান্য কিছু অসুবিধা থাকলেও, স্কুলে আনাজের বাগান তৈরি করার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। মিড-ডে মিলে সহায়ক তো বটেই। সব স্কুলেই চালু হোক এই বাগান, তবে দেখতে হবে রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে, যাতে জৈব পদ্ধতির চাষে জোর দেওয়া যায়।

জন্মদিন

আজকের দিন

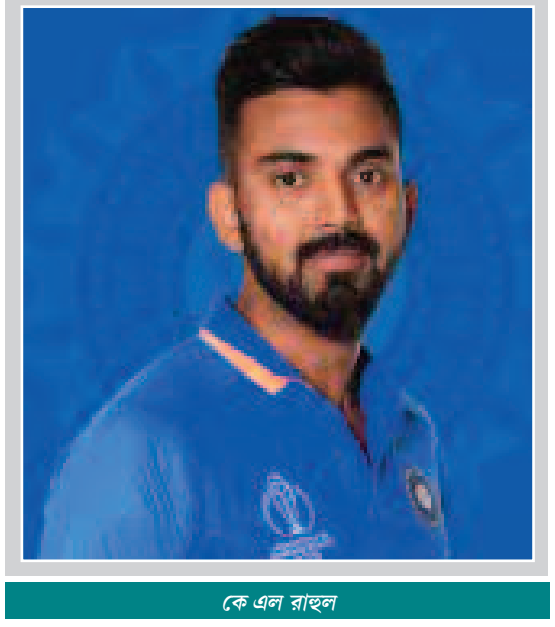

কে এল রাহুল

১৯৪৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সূর্যকান্ত মিশ্রের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পুনম ধিলনের জন্মদিন।*
১৯৯২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কে এল রাহুলের জন্মদিন।*

বি আর আম্বেদকর: চিন্তাধারা ও দর্শন

পল্লব মন্ডল

তিনি হিন্দু সমাজ ও ধর্মতত্ত্বের মূল্য পুনর্গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সমস্ত হিন্দুর জন্য সম অধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি সর্বগ্রাহীতার পক্ষে ছিলেন। তার মতে, জাতিবাদ এবং অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম ও বেদের মূল্যবোধের পরিপন্থী, যার সারকথা হল গুণমান্যতা, ন্যায়, সহাবস্থান এবং ভাতৃত্ব। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন যে, এতটা সহনশীল হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম কীভাবে বিরাট সংখ্যক হিন্দুকে অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য করে, যা এক অর্থে পাশবিক। তিনি হিন্দুত্বের বিরোধী না হলেও হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থার কিছু অঙ্গের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। সেই কারণেই ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে বাধ্য হন। তবে, তিনি অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করেননি, যদিও ইসলামি ও খ্রিস্টান পণ্ডিতরা তাকে প্রভাবিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। বলা হয়, ডঃ আম্বেদকর যখন দ্বিতীয় গোলটেবিল সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর সাথে দেখা করেন, তখন তাকে বলেন যে, তিনি এমন একটি ধর্মকে মেনে নিতে পারবেন না, যা মানুষ্যকে পাশবিকতার দিকে পরিচালিত করে, এবং তিনি এমন একটি ধর্ম গ্রহণ করবেন যা হিন্দুধর্মের ক্ষতিসাধক নয়। সমালোচকদের মতামত মনোযোগ সহকারে শোনার ক্ষমতা ছিল তার এক অনন্য দক্ষতা। বীর সাভারকর এবং মহাত্মা গান্ধীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে তার মতবিরোধ সত্ত্বেও, সামাজিক সমতা অর্জন এবং অস্পৃশ্যতার মতো ঘৃণ্য কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁদের মতামত তিনি সবিনয়ে গ্রহণ করেন।

সাতারার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। সময়টা উনবিংশ শতকের অন্তিম পর্যায়। সেই বিদ্যালয়ের এক ছাত্র তাঁর মেধার নিরিখে বেশ সুপরিচিত। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর আসন শ্রেণিকক্ষের অগ্রে হওয়ার কথা। কিন্তু এই মাহার জাতির ছেলটির কিনা ঠাই হল শ্রেণিকক্ষের সর্বশেষ সারিতে! এই জাতি পরিচয় সৃষ্ট পশ্চাদপদতা তাঁর পরবর্তী জীবনেও ছিল বর্তমান। তবে 'বিদ্যান সর্বত্র পূজ্জতে' বলে এই পশ্চাদপদতা তিনি সহজেই অতিক্রম করেন নিজের পারকতার দ্বারা। তবে শুধু নিজের উন্নতির কথা ভাবলে চলবে কি? তাঁর মত বাকি 'অস্পৃশ্যদের' কি হবে? এই উদ্দেশ্যেই নিজের ব্যারিস্টারির মত আরামদায়ক পেশা ছেড়ে নেমে পড়েন অবদলিত জাতির উন্নতিকল্পে। দেশের আশু স্বাধীনতা তাঁর সামনে প্রস্তুত করে এক সুবর্ণ সুযোগ। দেশের নিপীড়িত জাতিসমূহের শত-শতাব্দী প্রাচীন লাঞ্চনা রোখার হাতিয়ার হয়ে উঠবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি। সেই পথ তিনি তৈরিও করেন, হয়ে ওঠেন অস্পৃশ্য জাতির দীশারি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, আমরা একটি জাতি হিসেবে অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভিত্তিক বৈষম্যের সাথে লড়াই করেছি। 'অস্পৃশ্য' -রা হিন্দুদের একটি অংশ হলেও তাঁদের অবমাননা করেছে এই অমানবিক প্রথাদ্বয়। কালবিশেষে মহাত্মারা আবির্ভূত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা থেকে আমাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন। মধ্যযুগীয় ভারতে সন্ত শিরোমনি রবিদাস, সন্ত চোখামেলা, সন্ত কবির দাস, সন্ত তুকারাম এবং উনবিংশ শতকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রমুখের উল্লেখ এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। তবে আধুনিক ভারতে এই কুপ্রথা দূরীকরণে যিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে আজকের আলোচনা।

ছোটবেলায় অস্পৃশ্যতা, জাতিভিত্তিক নিপীড়ন এবং বৈষম্যের মতো সামাজিক কুপ্রথার সাথে সাক্ষাৎ তাঁর জীবন ও চিন্তাধারায় এক অমোচনীয় দাগ রেখে যায়। পরবর্তীতে সেই ঘটনাসমূহ তাঁকে হিন্দু সমাজে জাতিবাদ, অস্পৃশ্যতা, এবং সামাজিক অবমাননার শেকর অনুধাবনে সাহায্য করে। বৈষম্য ও সামাজিক বঞ্চনার যন্ত্রণা সত্ত্বেও, তিনি নিজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি, অব্যাহত রেখেছিলেন নিজের সংগ্রাম ও শিক্ষালাভ। এটি ছিল এক অসাধারণ সংকল্প, দৃঢ়তা, এবং অদম্য মনোভাবের অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত। ডক্টর আম্বেদকর ১৯০৮ সালে এলফিনস্টোন হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর পিতা শৈশবকালে তাঁকে সুসংস্কার ও মূল্যবোধ দানের পাশাপাশি তুকা রাম, জ্ঞানেশ্বর, রামায়ণ ও মহাভারতের জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করেন। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এলফিনস্টোন কলেজ থেকে তিনি অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯১২ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে, বরোদার মহারাজার প্রদত্ত ছাত্রবৃত্তি লাভের মাধ্যমে তিনি নিউ ইয়র্ক সিটির কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ১৯১৫ সালের জুন মাসে ক্ষুপ্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্যক্ষু বিষয়ে থিসিস সফলভাবে সম্পূর্ণ করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৬ সালে, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে ভর্তি হয়ে তিনি ক্ষুদ্য প্রবলেম অফ দ্য রুপি ইটস অরিজিন অ্যান্ড ইটস সল্যুশনক্ষু শীর্ষক গবেষণাপত্রের ওপর কাজ করেন। তাঁর উচ্চশিক্ষার জন্য ছত্রপতি শাহুজি মহারাজের কাছ থেকে তিনি ৫,০০০ টাকা ঋণ নেন। ১৯২০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এসসি উপাধি প্রদান করে। তিনি জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৭ সালের জুন মাসে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। একজন ভারতীয়ের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এবং বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার নজির ইতিপূর্বে বিরল ছিল। দরিদ্র মানুষ, অস্পৃশ্যদের দুর্দশার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন ডক্টর আম্বেদকর। তাঁদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে তিনি বরোদা মহারাজের সভাপতিত্বে ডিপ্রেসড ক্লাসেস সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালে, শুরু করেন 'মূকনায়ক' নামে একটি মারাঠি পত্রিকা, যা তাঁকে কঠোর হিন্দু বিশ্বাস ও সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে সক্ষম করে। তবে তাঁর প্রতক্ষ্য সংগ্রামে যোগদান শুরু হয় মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে। ১৯২৭ সালে, মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার মহাদে অবস্থিত অস্পৃশ্যদের জন্য বর্জিত চৌদর ট্যাঙ্ক থেকে জল গ্রহণের মাধ্যমে তিনি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এছাড়াও, ১৯২৭ সালে, 'বহিষ্কৃত ভারত' নামে আরেকটি মারাঠি ম্যাগাজিন চালু করে তিনি সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর সমস্যা ও আকাঙ্ক্ষাগুলিকে তুলে ধরেন। তিনি ভারতে জাতি বৈষম্যের প্রথা নির্মূল করার বিষয়ে এতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন যে তিনি 'বহিষ্কৃত হিতকরিণী সভা' গঠন করেন। ১৯৩৬ সালে, তিনি স্বাধীন শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলটি ১৯৩৭ সালের বোম্বে নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আইনসভার ১৩টি সংরক্ষিত আসন এবং চারটি সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যথাক্রমে ১১টি সংরক্ষিত আসন এবং তিনটি আসনে জয়লাভ করে। তার জন্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩০ সালের ৩ মার্চ তারিখে, পুনরায় ময়দানে নামেন সকল হিন্দুদের নাশিকের কালারাম মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।

তিনি হিন্দু সমাজ ও ধর্মতত্ত্বের মূল্য পুনর্গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সমস্ত হিন্দুর জন্য সম অধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি সর্বগ্রাহীতার পক্ষে ছিলেন। তার মতে, জাতিবাদ এবং অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম ও বেদের মূল্যবোধের পরিপন্থী, যার সারকথা হল গুণমান্যতা, ন্যায়, সহাবস্থান এবং ভাতৃত্ব। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন যে, এতটা সহনশীল হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম কীভাবে বিরাট সংখ্যক হিন্দুকে অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য করে, যা এক অর্থে পাশবিক। তিনি হিন্দুত্বের বিরোধী না হলেও হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থার কিছু অঙ্গের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। সেই কারণেই ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে বাধ্য হন। তবে, তিনি অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করেননি, যদিও ইসলামি ও খ্রিস্টান পণ্ডিতরা তাকে প্রভাবিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। বলা হয়, ডঃ আম্বেদকর যখন দ্বিতীয় গোলটেবিল সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর সাথে দেখা করেন, তখন তাকে বলেন যে, তিনি এমন একটি ধর্মকে মেনে নিতে পারবেন না, যা মানুষ্যকে পাশবিকতার দিকে পরিচালিত করে, এবং তিনি এমন একটি ধর্ম গ্রহণ করবেন যা হিন্দুধর্মের ক্ষতিসাধক নয়। সমালোচকদের মতামত মনোযোগ সহকারে শোনার ক্ষমতা ছিল তার এক অনন্য দক্ষতা। বীর সাভারকর এবং মহাত্মা গান্ধীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে তার মতবিরোধ সত্ত্বেও, সামাজিক সমতা অর্জন এবং অস্পৃশ্যতার মতো ঘৃণ্য কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁদের মতামত তিনি সবিনয়ে গ্রহণ করেন। তিনি সর্বদা নিপীড়িত সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান ছিল তাঁর লক্ষ্য। আমাদের সংবিধানের রচয়িতা হিসাবে, ডঃ আম্বেদকর আমাদেরকে একটি শক্তিশালী, স্বাস্থ্যকর এবং আরও পরিবেষ্টক সমাজ গড়ার মন্ত্র ও রোডম্যাপ দিয়েছেন। তিনি কেবল নিপীড়িত ও দলিতদের নেতা নন, তিনি আপামর ভারতবাসীর আদর্শ নেতা। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী নেতা, একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।

সুখে থাকতে হলে বোকা হওয়াটাই প্রয়োজন

শুভজিৎ বসাক

বর্তমান সময়ে মানুষ বড় অসুখী। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সদাহাস্য মানুষটিও এই চক্রব্যূহের আওতায় পড়ে। সে সমৃদ্ধিশালী হলেও কোথাও অসুখী। আসলে আমাদের সুখ আমরা খুঁজি- 'যেন আমার থেকে বেশি সাফল্য কেউ না পায়' এই মন্ত্রে, এর অন্যথায় মানুষ মুষড়ে পড়ে। মানুষকে সুখে থাকার মন্ত্র সম্প্রতি শুনিয়েছে কোনো ধর্ম বা কোনো রাজনৈতিক নেতার মিথ্যা ভাষণ নয়, সেই মন্ত্র শুনিয়েছে ঋক বাগদি নামে এক ক্ষুদে ছাত্র আর তার মতামত সভ্য সমাজের অন্দরেই রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

একদিন স্কুলে ক্লাসের মধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রতি মাস্টারমশাই প্রশ্ন করেন যে তারা বড় হয়ে কে কী হতে চায় আর ছাত্ররা তাদের মনের কথা এক এক করে জানাতে থাকে। যখন ঋকের সময় আসে সে হেসেই স্যারের প্রশ্নের জবাবে জানায় যে, সে বোকা হতে চায়। স্যার রীতিমত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। উল্টে তাকে প্রশ্ন করলে ঋক বলে ওঠে যে সে কাউকে ঠকাতে চায় না বলেই বোকা হতে চায়। সে তার সঙ্গে যোগ করে যে, সে তার বাবার কাছে শুনেছে তার বাবা বোকা বলে সকলে তাঁকে ঠকায়।

সাধারণত সেই মানুষই বোকা বলে গণ্য হয় যে কেবলই জীবনযাপনে ঠকতে থাকে এবং সে ভাবে ঠোকর খেতে খেতেই জীবনের প্রান্ত-গানে চলতে থাকে। এই ঘটনাই সম্প্রতি নেট দুনিয়া মারফৎ সমস্ত জায়গায় আলোচ্য বিষয় দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, সেই মানুষই বোকা বলে গণ্য হয় যে কেবলই জীবনযাপনে ঠকতে থাকে এবং সে ভাবে ঠোকর খেতে খেতেই জীবনের প্রান্ত-গানে চলতে থাকে। এযাবৎ 'বোকা' শব্দের অর্থ বা সংজ্ঞার্থ হিসেবে এটিই গৃহীত হয়ে রয়েছে। বস্তুত দেখা যায়, 'বোকা' শব্দটি একটি নিন্দাসূচক শব্দ হিসেবে সকলেই ব্যবহার করে চলেছে।

একথা সর্বোতভাবে সত্যি যে ছোটরা বড়দের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। বস্তুতঃ ঋক তার বাবার জীবন বা মন্তব্য থেকে যে শিক্ষাগ্রহণ করেছে, এমনটি মনে হলেও তা সঠিক ভাবনা নয়। সে অনায়াসেই ভাবতে পারত যে সে বাবার মতো বোকা হতে চায় না। সে বুদ্ধিমান বা চালাক হতে চায়, যাতে কেউ তাকে ঠকাতে না পারে। পরিবর্তে তার বোকা হয়ে থাকার মতামতে এটা বলাই যায় যে সে তার বাবার কাছে 'বোকা' শব্দের অর্থ যাকে সকলে ঠকায় এটাই বুঝেছে। শিশুমনের ঋক তার নির্মল মন নিয়ে 'বোকা' শব্দটির নতুন সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করে ফেলেছে। তার মতে 'বোকা' সেই ব্যক্তি, যে কাউকে ঠকায় না। সে-ও কাউকে ঠকাতে বা প্রতারণা করতে চায় না। তার এই চাওয়া ঐকান্তিক এবং এই লক্ষ্য নিয়েই সে জীবনে বাঁচতে চায়। তার মন্তব্য থেকেই উঠে আসে যে ধারণাটি তা হল, নৈতিক জীবনের দায় বহন করতে হয় বলেই মানুষের জীবন অন্যান্য জীবের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়। ভালো-মন্দ নির্ণয় করে মানুষকে ভালো হওয়ার লক্ষ্য মেনে নিতে হয়। 'আমার ভালো' ভালো বলে গণ্য হবে তখনই, যখন সেই ভালো অন্য কারও জন্য ক্ষতিকারক না হয়।

আজকাল মানুষের মধ্যে নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ছোটখাটো বিষয়ে কটু কথার মাধ্যমে অন্যজনকে মজার ছলেই মনে আঘাত দেওয়া- এসবকিছুর পিছনে মূল কারণই হল হয় সে অন্যের দ্বারা প্রতারিত বা প্রতারণা করাই তার ধর্ম বা অন্যে তার চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে এগুলি সে মেনে নিতে পারে না, সে যে অসফল হতে পারে এটাই তার বোধগম্য হয় না অথবা অন্যকে অসফল ভাবাই তার একমাত্র রুচিবোধ। এই মানসিকতার ওপরে সুস্থ বোধ নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় মানুষ যোগ্যতার থেকেও বেশি কিছু পেয়েও অসুখী।

মানুষ যদি 'মানুষ' হয়ে সত্যিই সুখে বাঁচতে চায়, তবে মানুষকে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে এক ক্ষুদের কথাকে মান্যতা দেওয়া ভাল, মানুষই ভুল করে আবার সংশোধিত হয়। বোকা থাকতে পারলে সেখানে জিতে যাওয়ার বাসনা নেই। হেরে যাওয়ার গ্লানি নেই। চালাক হওয়ার প্রতিযোগিতায় ক্লান্ত এই দুনিয়াটায় সে যেন বহু কাঙ্ক্ষিত শুদ্ধ অবগাহন। তার ভাবনার আঁজলাভরা জলে যেন সকলে স্বপ্ন দেখে চালাকির নোংরা ধুয়ে মানুষ হয়ে ওঠার।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মাথায় পেলেন চোট

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: গাড়ি দুর্ঘটনায় কবলে বারাসাতের বিদায়ী সাংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বুধবার বিকেলে তার মধ্যমগ্রাম দিঘবেরিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মধ্যমগ্রাম জেলা পার্টি অফিসে একটি তৃণমূলে যোগদান কর্মসূচিতে আসার সময় এই দুর্ঘটনা কবলে পড়েন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাদু রোডে উঠতেই একটা প্রাইভেট গাড়ি সরাসরি কাকলির গাড়িতে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর আঘাত পান কাকলি। তার মাথায় গভীর চোট লাগে। এমনকী গাড়িতে থাকা তার দেহরক্ষীরাও আহত হয়েছেন। পরে তাকে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। সেখানে তার মাথার সিটি স্ক্যান করা হয়। চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে, আপাতত সুস্থ আছেন তিনি। তবে তার পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। বারাসাত পুরসভার পুরপিতা ডাঃ বিবর্তন সাহাও ছুটে যান হাসপাতালে। হাসপাতালে সুপার ডাঃ সুব্রত মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে ও বিবর্তন সাহার বিশেষ নজরদারিতে কাকলির সিটি স্ক্যান, ইসিজি সহ একাধিক শারীরিক পরীক্ষা হয়।

কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠতেই একটি গাড়ি এসে তার গাড়িকে সজোরে ধাক্কা মারে। গাড়ির চারটে দরজাই লক হয়ে যায়। তিনি ছিটকে পড়েন এবং মাথার বাম দিকে চোট পান। এই ঘটনার পেছনে কোনও চক্রান্ত আছে কি না প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, হতেই পারে। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, দলীয় কর্মসূচিতে আসার পথে এমনটা ঘটেছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে এর পেছনে কোন চক্রান্ত আছে কি না। আজ আরও অনেক প্রচার কর্মসূচি ছিল। এমন ঘটনা ঘটায় তাঁর নির্বাচনী প্রচার কিছুটা ব্যাহত হল। বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝারখারিয়া জানান, গাড়ি ও চালককে পুলিশ আটক করেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ডাঃ বিবর্তন সাহা জানান, এমন একটা ঘটনার পর বেশ কিছু উপসর্গের কথা দিদি বলছিলেন তাই বেশকিছু পরীক্ষা করানো হল। সবটাই মোটামুটি স্বাভাবিক আছে। তবে একটা মানসিক উৎকণ্ঠা আছে। তার জন্য রেস্টের প্রয়োজন। কিছু ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

এই দুর্ঘটনার মধ্যেও এদিন মধ্যমগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে তৃণমূলে যোগদান অনুষ্ঠান চলে। সেখানে কাকলি ঘোষ দস্তিদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এদিন বিজেপির চিকিৎসক নেতা ডাঃ সোনাতন ব্যানার্জি সহ বারাসাতের ৫০ জন বিজেপি কর্মী, ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫০ জন আইএসএফ নেতা কর্মী ও কদম্বগাছির ৭০ জন বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগাযোগ করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

দুষ্কৃতীরাজ বন্ধ করতে জোর তল্লাশি আরামবাগ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লোকসভা ভোটের দামামা বাজতেই দুষ্কৃতীরাজ বন্ধ করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে আরামবাগ মহকুমা পুলিশ প্রশাসন। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামোনাশিস সেনের নির্দেশে এই মহকুমার চারটি থানা এলাকাতেই ধরপাকড় শুরু হয়। লাগাতার বেআইনি কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় পুলিশ। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে চলে পুলিশি অভিযান এবং নাকা চেকিং। গভীর রাতে লাগাতার চলছে নাকা চেকিং। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেআইনি মদ তৈরি থেকে শুরু করে নিষিদ্ধ শব্দবাজি, অপরাধীদের ধরপাকড় ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করার জন্য তল্লাশি চলছে। মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খানাকুল থানার পুলিশ নাতিবপুরের বরকালতলায় অভিযান চালায়। ওই এলাকার নদীর পাড় থেকে প্রায় ১০৫ কেজি নিষিদ্ধ ফায়ার ক্র্যাকার (চকলেট বোম ও গাছ বোমা) বাজেয়াপ্ত করে। এই বিষয়ে ওই এলাকার স্থানীয় মানুষ সায়ন রায় বলেন, পুলিশ এসে নিষিদ্ধ শব্দ বাজি উদ্ধার করে। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিশ আসার খবর পেয়েই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। অপরদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৩ এপ্রিল ভোর রাতে সূত্র মারফত আরামবাগ থানার পুলিশ

কৃষ্ণেন্দু সাহা নামক এক ব্যক্তিকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি সহ গ্রেপ্তার করে। তারপর আদালতের নির্দেশে তাকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়। পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন কৃষ্ণেন্দু সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একজন দুষ্কৃতীর নাম জানতে পারে আরামবাগ থানার পুলিশ। কৃষ্ণেন্দুর জবানবন্দি অনুযায়ী ১৬ এপ্রিল পুলিশ আরামবাগ থানার অন্তর্গত পারুল থেকে তুলসি সাঁতরা (৩২) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে এবং তার কাছ থেকে একটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সমেত এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে আরামবাগ থানার পুলিশ। তারপর ধৃত তুলসি সাঁতরাকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পাশাপাশি ফের বিপুল পরিমাণ বেআইনি মদ উদ্ধার করে পুরশুড়া থানার পুলিশ। পুরশুড়া থানার রাউতাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০৫ লিটার বেআইনি মদ উদ্ধার করা হয়। তবে পুরশুড়া থানা ও আবগারি দপ্তর যৌথ অভিযান চালিয়ে এই মদ বাজেয়াপ্ত করে এবং বাজেয়াপ্ত হওয়া মদ তারপর নষ্ট করা হয়। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, এই ধরনের অভিযান চলবে। পুলিশ সক্রিয় ভাবে নজরদারি চালাচ্ছে। সবমিলিয়ে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে পুলিশের তল্লাশি অভিযানে খুশি এলাকার মানুষ।

পাণ্ডবেশ্বরে রামনবমীর মিছিলে সম্প্রীতির বার্তা। পাণ্ডবেশ্বরের ডালুরবান্ধ এলাকায় রাম নামের মিছিলে পা মেলান স্থানীয় বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পাণ্ডবেশ্বর ডিভিসি মোড় থেকে এই মিছিলে এগিয়ে যেতে দেখা যায় একদল মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে।

রাখালরাজার রামনবমীর দোলে ভক্ত সমাগম।

স্কুলের ঘণ্টা পরলেই খেতে হবে জল, নবদ্বীপের স্কুলে চালু হল ওয়াটার বেল সিস্টেম

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া গোটা রাজ্য জুড়ে যখন তীব্র দাবদাহ চলছে। সেই সময় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ‘ওয়াটার বেল’ সিস্টেম চালু করল নবদ্বীপ ব্লকের মায়াপুর পূর্ব মোল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই তীব্র গরমে শরীর থেকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে গেলেও শরীরে যাতে জলের ভারসাম্য বজায় থাকে, সেই কথা মাথায় রেখে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত জল খ াওয়ার ব্যবস্থা করছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে তাঁরা চিকিৎসকের সহায়তাও নিচ্ছেন। সোমবার থেকেই এই ‘ওয়াটার বেল’ প্রকল্পটির সূচনা হল। বিদ্যালয় চলাকালীন চারটি সময়ে এই বেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে সকল ছাত্র-ছাত্রী জল পান করবে। সকাল সাড়ে এগারোটা, বেলা সাড়ে বারোটা, দুপুর আড়াইটা ও সব শেষে তিনটে। বিদ্যালয়ের শিশু সংসদের মন্ত্রীদের জল পান করানোর মাধ্যমে ‘ওয়াটার বেল’ সিস্টেমের শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক বকুলচাঁদ শেখ। এই ‘ওয়াটার বেল, সিস্টেম হল একটা নিয়মানুবর্তিতা। জল পানের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ম মেনে চলাটা জরুরি। এতে তাদের শরীরে জলের ঘাটতি অনেকটাই দূর হবে এবং প্রবল দাবদাহে বিদ্যালয়ে এসে তারা সুস্থ থাকবে। এছাড়াও তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বছরভর শারীরিক সমস্যার বিষয়ে সবরকমের সহযোগিতার আশ্বাসও দেন। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিরণ শেখ বলেন, রাজ্য সরকারের আদেশনামায় এই ১ বৈশাখ ১৪৩১ সালের দিনটি ‘বাংলা দিবস’ হিসাবে উদযাপিত হয়েছে। ওই দিন রবিবার, বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় আমরা সোমবার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রভাত ফেরি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করছি। এদিন সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্পেশ্যাল মিড ডে মিলে মুরগির মাংস ও রসগোল্লার ব্যবস্থাও করা হয়। তবে এরই পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করছি এই মার্চ-এপ্রিল মাস থেকেই দেশের তাপমাত্রা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই দেশের আবহাওয়া দপ্তর থেকে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তাপপ্রবাহের জেরে ছাত্র-ছাত্রীদের শরীর অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। এই অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের শরীর সুস্থ রাখ তে আমাদের বিদ্যালয়ে এই ‘ওয়াটার বেল’ সিস্টেম চালু করছি। নবদ্বীপ উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক জানবাস শেখ বলেন, মায়াপুরের স্কুলটি সবসময় নতুন ভাবনাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ছাত্র উপযোগী আধুনিক ভাবনার প্রয়োগ ঘটছে এখানে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতের, নোয়াপাড়া কাঠগোলা এলাকার দাশ বাড়ির পুজো এবার ২৪ বছরে পদার্পণ করল।

দক্ষিণ মালদায় বিজেপি প্রার্থীর উপস্থিতিতে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অস্ত্র প্রদর্শনের অভিযোগ, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রামনবমীর শোভাযাত্রায় দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থীর উপস্থিতিতে অস্ত্রের প্রদর্শনকে ঘিরে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে রামনবমীর মিছিলে অস্ত্রের প্রদর্শন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় রাজনৈতিক সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া রামনবমীর শোভাযাত্রার ছবিতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকেও। এছাড়াও রয়েছেন বিজেপির জেলার আরও পদস্থ নেতা-নেত্রীরা। লোকসভা ভোটের মুখে এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে।

জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, ভোটের আগে সন্ত্রাস তৈরির বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করছে বিজেপি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ উপেক্ষা করেই এই ধরনের অস্ত্রের প্রদর্শন করা হয়েছে। পাল্টা বিজেপির দাবি, রামনবমীর শোভাযাত্রায় কোনও অস্ত্র প্রদর্শন হয়নি। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তৃণমূল অপপ্রচার চালাচ্ছে। বুধবার গোটা দেশ জুড়েই পালিত হয়েছে রামনবমীর শোভাযাত্রা এবং উৎসব। সেক্ষেত্রে এদিন রামনবমী উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় মূলত জেলা বিজেপির নেতা-নেত্রীদের উপস্থিতিতেই পরিচালিত হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। এই রামনবমীর মিছিলে উপস্থিত হয়েছিলেন দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। এছাড়াও ছিলেন দলের জেলার কার্যকরী সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, দলের জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি সহ অন্যান্যরা। এদিন মালদা শহরের রামকৃষ্ণপল্লি এবং দুর্গাবাড়ি মোড় এলাকা থেকে একযোগে রামনবমীর শোভাযাত্রা বের হয়। ডিজে বাজিয়ে এবং রাস্তা অবরুদ্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে এই শোভাযাত্রা বলে অভিযোগ। রীতিমতো শহরের একাধিক ব্যস্তবহুল রাস্তা অবরুদ্ধ করে চলে এই শোভাযাত্রা। যেখানে ধারালো অস্ত্র নিয়ে অনেক

যুবকদের প্রদর্শন করতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনাকে ঘিরে মালদার রাজনীতিতে চরম বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যদিও এর আগেও পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ধরনের প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শনীর ব্যবহার না করার ব্যাপারে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের সেই নির্দেশ উপেক্ষা করেই এই দিনের এই শোভাযাত্রায় অস্ত্র প্রদর্শন করা হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর বাবলা সরকার বলেন, বাংলার সংস্কৃতিতে এটা একটা খারাপ বিষয়। এই ধরনের অস্ত্র প্রদর্শন করা মোটেই ঠিক হয়নি। বিজেপির প্রার্থী থেকে শুরু করে নেতা-নেত্রীদের উপস্থিতিতেই রামনবমীর শোভাযাত্রায় অস্ত্র প্রদর্শনী করা হয়েছে। একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রায় এভাবে অস্ত্রের প্রদর্শন আমরা খারাপ বলেই মনে করি। এই ঘটনার পিছনেই বিজেপির ইন্ধন রয়েছে। এদিকে বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ি বলেন, প্রশাসনের নির্দেশ মেনেই এদিন সুষ্ঠু এবং শৃঙ্খলাভাবেই রামনবমীর শোভাযাত্রা করা হয়েছে। কোথাও কোনো রকম অস্ত্র প্রদর্শন করা হয়নি। তৃণমূল যে অভিযোগ করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আসলে এই ধরনের অভিযোগ করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

রামনবমীর শোভাযাত্রায় হাতে তরোয়াল !

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমানের রানিগঞ্জ বাজার রামনবমী পুজো কমিটির পক্ষ থেকে শোভাযাত্রা বের হয় এবং সেই শোভাযাত্রায় দেখা যায় হাতে তরোয়াল নিয়ে। যদিও হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ ছিল তরোয়াল নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করা যাবে না। তবে বিজেপির পক্ষ থেকে যাঁরা বেরিয়েছিলেন, তাঁদের হাতে তরোয়াল দেখা না গেলেও তৃণমূলের নেতৃত্বরা যে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, বর্ধমান রানিগঞ্জ বাজার রামনবমী পুজো কমিটি সেই শোভাযাত্রায় দেখা গেল হাতে তরোয়াল। ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ এবং কাউন্সিলর ইন্তেকাব আলম। তাঁদের মিছিলেই দেখা যায় হাতে তরোয়াল নিয়ে নবরাত্রির নবম দিনে অংশগ্রহণ করতে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন

প্রান্তে রামনবমী পালিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র মতে, রাজা দশরথ ও রানি কৌশলের সন্তান হিসেবে এদিন দেবতার রামের জন্ম হয় তাই এই দিনটি রামনবমী হিসেবে পালিত হয়। ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হল রাম।

প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেট দিয়ে রামনবমীর বিশাল শোভাযাত্রা বের হয় শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং এই রামনবনীর শোভাযাত্রায় হাঁটলেন তৃণমূল ও বিজেপি দুই রাজনৈতিক দল সহ অন্যান্য ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আর এক দিকে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। শুধু তাই নয় যে বিজেপির নেতা শ্যামল রায় বহিষ্কৃত ছিলেন বিজেপি থেকে এদিন তাঁকে দেখা গেল বিজেপির নেতার সঙ্গে পা মেলাতে এই রামনবমী শোভাযাত্রায়।

উত্তরপাড়ায় রামনবমীতে বিজেপির পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলা মাতৃকা মন্দির থেকে বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় রামনবমী উপলক্ষে বিজেপির উত্তরপাড়া ও মাখলা মণ্ডলের পক্ষ থেকে পদযাত্রা বের হয় পতাকা ফেস্টুন এলাকার বিজেপি কর্মীরা হাতে নিয়ে এই পদযাত্রায় সামিল হন। সঙ্গে ঢাকঢোল বাজিয়ে ও বক্স বাজান। চলে স্লোগান জয় শ্রীরাম, পেছনে বেশ কিছু অটো, টোটো ব্যানার লাগিয়ে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এই পদযাত্রার সামনে পুলিশ ছিল। পদযাত্রা টিএন মুখার্জি রোড হয়ে উত্তরপাড়া রামসীতা ঘাটের কাছে গিয়ে শেষ হয়। অংশগ্রহণ করেন বিজেপির নেতা প্রণয় রায় সহ নেতৃবৃন্দ, ছিলেন বিজেপির মহিলারাও। রামনবমী উপলক্ষে একই দিনে বিজেপির দু'টি মিছিল বের হয়, উত্তরপাড়া মাখলা বিড়লা মোড় থেকে একটি শোভাযাত্রা বিকেলে বের হয়, যেখানে ছিল ঘোড়ার গাড়ি সহ রামের ছবি, কীর্তন দল, ধামসা মাদল, মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী। এছাড়াও ছিল ডিজে বক্স,যা নিয়ে বিজেপি নেতা পঙ্কজ রাই জানান, মানুষ এত ভালোবাসা দিয়েছে, তাই এত পরিমাণে অংশগ্রহণ করেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ, এছাড়াও এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বোস।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বেহাল নির্মীয়মাণ রাস্তার ওপর বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। ঘাতক লরিতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে উত্তেজিত জনতা। ঘটনাকে ঘিরে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। ঘটনাস্থলে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ বেলদা থানার জোড়াগেড়িয়া ফাঁড়ির দিঘাপুকুর এলাকায় দ্রুত গতিতে একটি লরি এগরার দিক থেকে বেলদার দিকে আসার সময় একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা দু'জন ব্যক্তিকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাদের। মৃতরা হলেন জগন্নাথ ভদ্র (২৮) ও বিশু জানা (২৭)। দু'জনের বাড়ি ওই দিঘা গ্রামে, এরপর স্থানীয় উত্তেজিত জনতা ঘাতক লরিটিকে ঘিরে ধরে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয় স্থানীয়রা। উত্তেজিত জনতার সঙ্গে পুলিশের বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

রামনবমীর দিনও অন্নপূর্ণার আরাধনা কিশোরের

মনোজ চক্রবর্তী ● বাগনান

সেই কবে কবি বলেছিলেন, ‘মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই।’ ঠিক সেই সুরের অনুরণন ঘটিয়ে আপন মনে প্রতিমা গড়ে পুজো করে চলেছে এক কিশোর। নাম তার রূপম ঘোষ। বাড়ি বাগনানের খালোড় রাউৎপাড়ায়। দেবী দুর্গার প্রকৃত আরাধনা হয়েছিল এই সময়ে। পরে আশ্বিনে অকাল বোধন হয়। সাধারণ যে স্থানে বাসন্তী পুজো হয় সেই সব মণ্ডপে একই প্রতিমার সামনে অনুষ্ঠিত হয় অন্নপূর্ণা, রামনবমীর পুজো। পুরোহিত ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণ করেন মাত্র।

জানা গিয়েছে, রূপমের বয়স তখন তিন, বাবা শুভ্রজিৎ যখন কাজে বের হতেন, তখন বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত ছোট্ট রূপম। আর অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত দেবী মূর্তির দিকে। কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, অন্নপূর্ণার মতো দেবী মূর্তির সামনে সে অবাক চোখে তাকাত। আর তাকাত মায়ের মুখের দিকে। এরপর একদিন নিজের খেয়ালেই মাটি দিয়ে তৈরি করতে শুরু করে দেবীর মূর্তি। ধীরে ধীরে কাঁচা হাতে মূর্তির চক্ষুদানও করে সে। পুজোর দিন এলে নিজেই ফুল তোলে। মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে নকুলদানা, বাতাসা, ফল কেনে। তারপর নিজেই পূজা করে। মনের ভক্তি দিয়েই এই পূজা সম্পন্ন হয়। এ যেন মায়ের কাছে সন্তানের আকুতি। রূপম এখন ক্লাস এইটের ছাত্র। বছর কয়েক ধরেই নিজের হাতেই তৈরি করছে মূর্তি। করছে পুজো। রূপম জানিয়েছে, এটা তার ভালো লাগে। পুজোর শেষে দেবীকে বলে ‘তুমি ভালো থেকো মা’। কথাটি জানিয়েছেন রূপমের মা মোনালি দেবী। বুধবার রামনবমীর দিন শোভাযাত্রায় যখন সকলে মেতে ,তখন নিভৃতে অন্য দুর্গার পুজোয় মেতে থাকল এক কিশোর।

মঙ্গলবার অন্নপূর্ণা পুজোর দিন রূপম নিজেই ছোট্ট অন্নপূর্ণা গড়ে পুজো করেছে। যার উচ্চতা মেরে কেটে এক ফুট। রূপমের এই ভক্তি, সাধনাকে কুর্নিশ জানিয়েছে প্রতিবেশী থেকে শুরু করে অঙ্কন শিক্ষক সৈকত খাঁড়াও।

বালির সাহেব বাগানে অন্নপূর্ণা পুজোয় হাজার মানুষকে ভোগ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালি: ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে, কবির ওই কথাকেই স্মরণ রেখে আজ থেকে ৪৩ বছর পূর্বে বালির সাহেব বাগানের প্রান্তিকে শুরু হয়েছিল মা অন্নপূর্ণা দেবীর আরাধনা। এই বছর এখানরাপ অন্নপূর্ণা পূজা ৪৩ তম বৎসরে পড়েছে। সকলের মঙ্গল কামনায় পঞ্চ ব্যাঞ্জ সহকারে সারাদিন ধরে চলে অন্নপূর্ণা মায়ের আরাধনা ও ভোগ বিতরণ। বালির সাহেবাগানের প্রান্তিক পাড়ার বাসিন্দাদের পরিচালনায় হয় পুজো। পুজোর জন্য ঠাকুর দালান রয়েছে। অষ্টমী তিথিতে কয়েক হাজার ভক্তদের অন্নভোগ বিতরণ করা হয়।

রাখালরাজার রামনবমীর দোলে ভক্ত সমাগম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা ২ ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালদাসপুর এলাকায় রাখালরাজার রামনবমীর দোল উপলক্ষে কয়েক হাজার ভক্ত সমাগম হয় আজ বুধবার সকাল থেকে। এদিন প্রায় দশ হাজারের অধিক ভক্তদের ভোগ প্রসাদ দেওয়া হয় মন্দির থেকে। এই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে একাধিক ইতিহাস।

জানা যায়, এই মন্দির তৈরি হয়েছিল এক সিদ্ধ বৈষ্ণব পুরুষ রামকানু গোস্বামীর মাধ্যমে। কালাপাহাড়ের ভয়ে তিনি বিগ্রহ এবং পরিবার নিয়ে নদিয়া থেকে কালনায় পালিয়ে এসেছিলেন। জায়গাটা সেই সময়ে বন-জঙ্গলে ভরা ছিল। কথিত আছে, তিনি বাকসিদ্ধ ছিলেন। অজান্তে দেওয়া তাঁর অভিশাপে তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর নিজেরই ছোট ছেলের। শোকে মগ্ন ওই সিদ্ধপুরুষ এতে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে বৃন্দাবনের পথে রওনা হয়েছিলেন। পথে তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে দর্শন দেন। কোন কাঠ দিয়ে কী ভাবে তাঁর মূর্তি কে তৈরি করে দেবে, সব বলে দেন স্বপ্নাদেশে। সেই অনুযায়ী তৈরি হয় মূর্তি। স্বপ্নাদেশের নির্দেশমতোই বিগ্রহের অভিষেক করা হয়েছিল। সেই রীতি আজও কালনার এই মন্দিরে বজায় আছে। প্রতি মাঘী পূর্ণিমায় এখানে বিগ্রহের অভিষেক করা হয়। আর এদিনের রামনবমীর এই দিনে দোল উৎসব পালিত হয় মন্দিরে। এই মন্দির রাখালরাজার মন্দির নামে পরিচিত হলেও, এখানে রয়েছে গোপীনাথের বিগ্রহও। যা গোস্বামীদের পারিবারিক বিগ্রহ। এর মধ্যে ছোট বিগ্রহটি নিজের প্রয়াত ছোট ছেলের নাম অনুযায়ী ওই সিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক নাম দেন ‘রাখালরাজা’।

পূর্ব রেলওয়ে

রেলওয়ের পুকুরে মৎস্য চাষের জন্য নিলাম

নং. এল/১/২৪ **তারিখঃ ০৬.০৪.২০২৪**

এইএন/ডিজিআর এর অধীনে ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য, মে’২৪ থেকে এপ্রিল’২৭ পর্যন্ত সময়কালে মানকর-রাজবাঁধ-এর মধ্যবর্তী রেলওয়ের পুকুরগুলিতে মাছচাষের জন্য নিলাম। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/পূর্বরেলওয়ে/দুর্গাপুর-এর অধীনে নিম্নলিখিত শাখায় উপরোক্ত স্বত্বের লাইসেন্স-এর জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট থেকে উন্মুক্ত দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং., বরো পিট-এর জলাশয়ের বিট ও এলাকা** যথাক্রমে নিম্নরূপঃ- (১) মানকর-পানাগড়-এর মধ্যে কিমি ১৪৯/২২-২৪-এ বরো পিট; ৪৫০০ মি^{২}; (২) রাজবাঁধ-পানাগড়-এর মধ্যে (কিমি ১৫৮/২২-২৪-এ) এলসি/১০৬-এর নিকটে থাকা বরো পিট; ৩১২৮মি^{২}; (৩) পানাগড়-এ গুডস শেড-এর আপ পিএফ-এর দক্ষিণ পার্শ্বে;৫৭৬০ মি^{২}; (৪) মানকর-এ নতুন টাইপ-II কোয়ার্টার্স-এর নিকটে কিমি ১৪৩/৩৭-এ; ৯২২.০৪৮ মি^{২}; (৫) কিমি ১৫৪/২২-৪৬-এ ডাউন/লুপ-এর উত্তর দিকে; ১২৬৭২ মি^{২}; (৬) পানাগড়-এ ট্র্যাক ডিপোর নিকটে ১৫০/৪৫এ -১৫৪/১এ-তে; ১৪৫৭.৫ মি^{২}। **নিলামের তারিখ ও স্থান ঃ ২৬.০৪.২০২৪** তারিখ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/ দুর্গাপুর -এর কার্যালয়, বর্ধমানে; **নিলামের সময়ঃ** দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে, **দফা নং ১-এর জন্য নিলামের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তঃ ১.** মৎস্যচাষের জন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা যাবে না। ২. পরিদর্শনের সময় ওপরে উল্লিখিত বিশেষ শর্ত বিষয়ে কোনো শৃঙ্খলাভঙ্গ নজরে এলে তখন চুক্তি বাতিল করা হতে পারে। ASN-16/2024-25

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট-IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
ঋণগ্রহীতা : শ্রী গৌরাঙ্গ বিশ্বাস এবং শ্রীমতি রেণু বিশ্বাস শাখা : জাগুলি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত একতলা ভবন শ্রীমতি রেনু বিশ্বাস, স্বামী শ্রী গৌরাঙ্গ বিশ্বাস এর নামে পরিমাণ এরিয়া ৫ ডেসিমেল (কমবেশি) মৌজা : ফতেপুর, জেএল নং ৬৫, দাগ নং আরএস এবং এলআর ৪৬০, আরএস খতিয়ান নং ৮০২, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১৯২৫, স্বত্ব দলিল নং ১-৩২০২-১৯৯৪ সালের, হরিণঘাটা থানা, এবং ব্লক-হরিণঘাটা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৪৯। **জমি এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** (জমিদাতা) আশুতোষ সরকারের প্রেমিসেস, **দক্ষিণে :** ৯ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** মনোতোষ সরকারের প্রেমিসেস, **পশ্চিমে :** জেলা পরিষদের সড়ক।	১) ০৮.০২.২০২৪ ২) ১৬.০৪.২০২৪ ৩) **১২,৬৫,৫২৩.০৯ টাকা** (বারো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশ তেইশ টাকা এবং নয় পয়সা)
ঋণগ্রহীতা : শ্রী গৌরাঙ্গ বিশ্বাস এবং শ্রীমতি রেণু বিশ্বাস শাখা : জাগুলি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত একতলা ভবন শ্রীমতি রেনু বিশ্বাস, স্বামী শ্রী গৌরাঙ্গ বিশ্বাস এর নামে পরিমাণ এরিয়া ৫ ডেসিমেল (কমবেশি) মৌজা : ফতেপুর, জেএল নং ৬৫, দাগ নং আরএস এবং এলআর ৪৬০, আরএস খতিয়ান নং ৮০২, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১৯২৬, স্বত্ব দলিল নং ১-২১৭-২০০৩ সালের, হরিণঘাটা থানা, এবং ব্লক-হরিণঘাটা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৪৯। **জমি এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** বিশ্বজিৎ পালিত এবং সুরজিৎ পালিতের প্রেমিসেস, **দক্ষিণে :** রেনু বিশ্বাসের প্রেমিসেস, **পূর্বে :** রতন সরকারের প্রেমিসেস, **পশ্চিমে :** পঞ্চায়েত মেটাল রোড।	১) ০৮.০২.২০২৪ ২) ১৬.০৪.২০২৪ ৩) **১২,৬৫,৫২৩.০৯ টাকা** (বারো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশ তেইশ টাকা এবং নয় পয়সা)

তারিখ : ১৬.০৪.২০২৪
স্থান : জাগুলি

স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

P-6-AMAR BANGLA 18_04_2024_Layout 1 4/17/2024 10:11 PM Page 1

সৌমিত্র খাঁর স্ত্রীকে আক্রমণ

বিজেপি-সিপিএম তৃণমূলের প্রচার করছে, দাবি সুজাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লালমাটির জেলা বাঁকুড়ায় তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রার পারদ যতই ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, ততই যেন ভোটের পারদও চড়ছে। চড়া রোদ উপেক্ষা করেই গ্রামে গ্রামে ভোট প্রচার সিপিএম, বিজেপি ও তৃণমূলের। এদিন ইন্দাসে ভোট প্রচার করেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল কোতুলপুরে ভোট প্রচার করেন সিপিএম প্রার্থী শীতল কৈবর্ত ও বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। প্রত্যেক প্রার্থী এই গরমের হাত থেকে বাঁচতে কোথাও নুন চিনির জল খেয়ে, কোথাও আবার ঠান্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে নিজেদের একটু শীতল করে নেন।

প্রচারের মধ্যেই বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ এবং তাঁর বর্তমান স্ত্রীকে কটাক্ষ তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী তথা তৃণমূল

প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। সুজাতা মণ্ডল বলেন, 'সিপিএম এবং বিজেপি তৃণমূলের হয়ে প্রচার করছে, ওরা প্রচার করছে মানুষ যাতে তৃণমূলকে ভোট দেয় কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের যে লক্ষ্মীর ভান্ডার বিজেপির যিনি প্রার্থী তাঁর পরিবারও পাচ্ছেন সিপিএমের যিনি প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন তাঁর পরিবারও নিচ্ছে এমনকি যারা বিজেপির নেতা রয়েছেন, তাঁদের পরিবার আগে লাইন দিচ্ছে লক্ষ্মীর ভান্ডার নেওয়ার জন্য তাই তারা তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করছে।' এমনকি তিনি বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর স্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, 'তিনি শিলিগুড়ি থেকে এখন লাইন দিচ্ছেন বিষ্ণুপুরে লক্ষ্মীর ভান্ডার নেওয়ার জন্য। শিলিগুড়িতে এতদিন নিতেন এখন বিষ্ণুপুরে নিতে চাইছেন। তবে শিলিগুড়ি থেকে বিষ্ণুপুর লোকসভা চলবে না।'

পালটা প্রতিক্রিয়ায় সৌমিত্র খাঁ সুজাতা মণ্ডলের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আর নাটক করবেন না অনেক নাটক করেছেন। এত নাটক করে মানুষকে বোকা বানাবেন না। আপনি ভালো থাকুন, আপনি ভালো থাকলে সবাই ভালো থাকবেন, এত রাগ হওয়ার তো কোনও কারণ নেই। রাজনীতিতে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করুন অভিনয় নয়। অভিনয় করে একজন মানুষের সঙ্গে অনেকদিন ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষের সঙ্গে অভিনয় করবেন না। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে যে অভিনয় করছেন দু'দিন পরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ওপর অত্যাচার করবেন, সেই অত্যাচার দয়া করে করবেন না।'

পাগলে কিনা বলে, আর ছাগলে কি না খায়, মন্তব্য কীর্তি আজাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পাগলে কিনা বলে, আর ছাগলে কি না খায়! নাম না করে বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী দিলীপ ঘোষের উদ্দেশে এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থী কীর্তি আজাদ।

বুধবার দুপুরে পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন হনুমান মন্দিরের ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পুজো দেওয়ার পর দিলীপ ঘোষের দিকে নিশানা করে এমনই মন্তব্য করেন তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী কীর্তি আজাদ। তিনি বলেন, 'ত্রেতা যুগে ভগবান রামের জন্ম হয়েছিল এবং তিনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই মিথিলা শহরে মা সীতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে তিনি মা সীতার জন্মস্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং ভগবান রামের শ্বশুরবাড়ির এলাকার বাসিন্দা তিনি।'

এদিন তিনি বিজেপির উদ্দেশে দাবি করেন, পূর্বের যিনি সাংসদ ছিলেন এসএস আলুওয়ালিয়া, তিনি তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে কোনও উন্নয়নের কাজ করেননি। বিভিন্ন জায়গায় ব্রিজ নির্মাণের কথা বললেও আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সাংসদ কোটার যে সমস্ত টাকা পাঠানো হয়েছিল, সেই টাকা তিনি খরচ করতেই পারেননি। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নানান

মিথ্যা কথা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সেখানকার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু তিনি দেশের কথা তুলে ধরেন না। তিনি এ কথা কোথাও কোনও মঞ্চে গিয়ে বলেন না যে, তিনি কোন রাজ্যের জন্য কী করেছেন।

দিলীপ ঘোষের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'সভ্য সমাজে সভ্য ভাবে ভদ্র ভাবে কথা বলা উচিত। তিনি যে ভাবে কথাবার্তা বলেন যার কোনও হাত-পা মাথামুণ্ডু কিছুই থাকে না।' এদিন মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে পানাগড় বাজারের রাম উৎসব সেবা সমিতির আয়োজিত রামনবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সকলকে রামনবমীর শুভেচ্ছা জানান।

মানুষ আমাকে জড়িয়ে ধরছে দেখে মহুয়ার কাল্পনিক ইচ্ছে হয়েছে : অমৃতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মানুষ আমাকে এসে জড়িয়ে ধরছে, আলিঙ্গন করছে আর তা দেখে মহুয়ার কাল্পনিক ইচ্ছে হয়েছে। রামনবমীর দিন শোভাযাত্রায় বেরনোর আগে এই প্রথম তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র সম্পর্কে একথা বললেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রায়।

প্রতিবারের মতো এবারেও কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে বিশাল সংখ্যক লোক নিয়ে রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। এবারের রামনবমীর শোভাযাত্রায় নতুন সংযোজন রানিমার উপস্থিতি। রাজবাড়িতে পুজো পার্বণ সহ দু'দিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়। আর তারপরেই কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের অনুগামীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে শুরু করেন, মহুয়ার প্রচারে ভিড় দেখে রানিমা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আর তারই জবাব রামনবমীর শোভাযাত্রার দিন দিলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়।

নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই প্রতিনিয়ত প্রচার করে গিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়। আজও পর্যন্ত কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি। তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর লড়াইটা সাধারণ মানুষের জন্য আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে। তাই ব্যক্তিগত আক্রমণে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে রামনবমীর দিনেই হয়তো ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল রাজমাতার। তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়ায় রানিমা সম্পর্কিত যে পোস্ট করা হয়েছে তারই জবাব দিলেন মহুয়া মৈত্রকে সামনে রেখে। তাও আবার রামনবমীর দিন।

বুধবার রামনবমীর দিনেই বাবা বড় কাছারির থানে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর সহ জেলার একাধিক নেতা।

বীরভূমে ভোটের আগে প্রার্থীদের জনসংযোগ রামনবমীতে

মিলন গোস্বামী ● বীরভূম

ধর্মীয় আবেগকে সঙ্গী করে ভোটের আগে রামনবমীতে জনসংযোগে মেতে উঠল রাজনৈতিক দলগুলি। সারাদেশে মর্যাদার সঙ্গে রামনবমী বুধবার উদযাপিত হল, আর এ রাজ্যে রামনবমী উপলক্ষ্যে ভোটের আগে তা কার্যত রূপ পেল উৎসবের। সনাতন হিন্দু ধর্মের ধ্বজা নিয়ে এতদিন রাম নবমী উদযাপন করে এসেছে আরএসএস -বিজেপি। গত দু'বছর ধরে রামনবমীকে কেন্দ্র করে এ রাজ্যে বেশ কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও ঘটেছিল, কিন্তু এবার লোকসভা ভোটের আগে রামনবমীকে কেন্দ্র করে বের হল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। পিছিয়ে নেই বীরভূমও। জেলার বিভিন্ন হনুমান মন্দির সহ রাম মন্দিরে সকাল থেকেই ছিল ভক্তদের ভিড়। ধর্মীয় আবেগ উদ্দীপনায় শোভাযাত্রায় জেলার সর্বত্র ভিড় নজর কেড়েছে আর ভোটের বাজারে হিন্দুত্ব ভোটকে নিজের অনুকূলে আনতে রাম নবমীকে হাতিয়ার করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। মুখে দলীয় কর্মসূচি না বললেও রামনবমীকে কেন্দ্র করে লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা নেমেছেন পথে। সিউড়িতে বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে দলীয় কর্মী সমর্থকদের ভিড়ে জেলা তৃণমূল কার্যালয় সংলগ্ন হনুমান মন্দির থেকে শোভাযাত্রায় পা মেলালেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। অন্যদিকে করিধ্যায় ছোঁড়া থেকে রামনবমী উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় হাজির বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, তেমনি রামপুরহাটে বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহাকে সঙ্গে নিয়ে রামনবমীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজির হলেন বীরভূমের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধর। একইভাবে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহা পুজো দেন এদিন। রামনবমী উপলক্ষ্যে মন্দিরে পুজো দিয়ে সিউড়িতে ভোটের প্রচারে বের হন সর্বভারতীয় আর্য মহাসভার বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বিশ্বজিৎ মিশ্রও। রাম নবমী উপলক্ষ্যে তৃণমূল ও বিজেপি দলীয়

কর্মসূচি না রাখলেও এই দিনটিকে ভোটের আগে জনসংযোগের সেরা দিন হিসেবে বেছে নিয়েছেন প্রার্থীরা এমনটাই মনে করছেন রামনবমী পূজা উদ্যোক্তারা। রামনবমী উপলক্ষ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এদিন বীরভূম জেলা পুলিশ ও প্রশাসন ছিল সর্বত্রই সজাগ, তা সত্ত্বেও বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরকে মুরারয় রামনবমীর শোভাযাত্রায় ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। এদিন বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা সহ দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নলহাটি থেকে মুরারয় যাওয়ার পথে পুলিশ তাদের বাধা দেয় বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদে তারা কিছুক্ষণের জন্য পথে বসেও পড়েন, পরে তারা রামনবমীর শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

ভোটারদের উৎসাহিত করতে জলপথে নদী তীরবর্তী এলাকায় প্রচারে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করতে কৃষ্ণনগর প্রশাসনিক ভবন থেকে সাইকেল চালিয়ে স্বরূপগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত এলেন নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ। এরপর নবদ্বীপ ঘাট বাসস্ট্যান্ডে সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন চায়ের দোকান থেকে শুরু করে ফেরিঘাট এমনকী টোটো এবং অটোতে সাধারণ মানুষকে ভোট দেওয়ার আহ্বান করে স্টিকার পোস্টার লাগিয়ে দেন। কথা বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। ভোটারদের মধ্যে মধ্যে কোনওরকম ভয় ভীতি রয়েছে কিনা তাও জানতে চান জেলাশাসক-সহ অনান্য আধিকারিকরা। নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার জন্য গ্রামের মানুষকে আহ্বান জানানো হয়। প্রশাসন সর্বদা সাধারণ ভোটারদের পাশে থাকবে বলেও আশ্বাসও দেন জেলাশাসক। এদিন জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা শাসক অতিরিক্ত জেলাশাসক, সাধারণ অতিরিক্ত জেলা শাসক, জেলা পরিষদ সহ নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য আধিকারিকরা। এরপর স্বরূপগঞ্জ ঘাট থেকে জলপথে নৌকোয় বাউল লোকসংগীত শিল্পী সমন্বয়ে মায়াপুর ঘাটে যান ভাগীরথী ও জলঙ্গি নদী তীরবর্তী ভোটারদের

উৎসাহিত করতে। এরপর মায়াপুরে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে সেখানে বিদেশি ভোটার যিনি ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে দীর্ঘ পাঁচটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন তার সঙ্গেও কথা বলেন। সেখান থেকে তিনি জলপথে চলে যান কৃষ্ণনগর ২ নম্বর ব্লকের বেলপুকুর। সেখানেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা সহ সাধারণ মানুষকে ভোট দানে উৎসাহিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রামনবমীর মিছিল থেকে দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন মেদিনীপুরের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। বুধবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালি থানায় যান বিধায়ক অগ্নিমিত্রা। থানায় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর রিসিভ করতে বলেন, আর তা নিয়ে বাকবিতন্ডা হতেও দেখা যায়। থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার এফআইআর নিতে অস্বীকার করলে ক্ষুব্ধ অগ্নিমিত্রা পল সহ দলীয় কর্মী সমর্থকরা থানার বাইরে এসে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখায়। প্রায় ঘণ্টা খানেক পথ অবরোধের পর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং কোতোয়ালি থানার আইসির উপস্থিতিতে এফআইআর গ্রহণ করা হয়।

তৃণমূল প্রার্থীকে নিয়ে পুর এলাকায় প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে মেমারি পুরসভা এলাকায় পূর্ব বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকারকে নিয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে প্রচার সারেন। মেমারি শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু করে ৮, ৭, ৯, ১০, ১১ নম্বর ওয়ার্ড সহ অন্যান্য ওয়ার্ডের পাড়ায় পাড়ায় প্রার্থীকে নিয়ে প্রচার কর্মসূচি করা হয়। পথ মধ্যে সোমেশ্বর তলায় মন্দিরে, জোয়ানপুরে রামনবমী উপলক্ষে হনুমান মন্দিরে, রক্ষাকালী মন্দির সহ অন্যান্য ওয়ার্ডে ধর্মীয় স্থানগুলিতে পুজো বা প্রার্থনা করেন।

উপস্থিত ছিলেন মেমারি পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী, ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সামন্ত, কাউন্সিলর তাপস পাঁজা, শেখ ইউসুফ, রত্না দাস, সোনালীয় বাগ, বাপি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিলকিস বেগম, কাশ্মীরা খাতুন, রণজিৎ বাগ সহ ওয়ার্ডের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকবৃন্দ। প্রার্থী তাপপ্রবাহ পরিস্থিতিতে সকলকে যতটা সম্ভব কম রোদে বের হতে বলেন এবং বের হলেও যথেষ্ট প্রোটেকশন নিয়ে বের হতে বলেন। তবে মানুষের ভালোবাসায় তাঁর ঘুরতে কষ্ট তো হচ্ছে না, বরং খুব ভালো লাগছে মানুষের আশীর্বাদ পেয়ে বলে জানান। তিনি চড়া রোদেও হাসি মুখে মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সারাদিন ওয়ার্ডে প্রচারের পর বিকেলে মেমারি শহরে একটি মিছিল করবেন বলে জানান।

রামনবমীর শোভাযাত্রায় প্রচার আসানসোলের বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ওয়ার্কশপ কলোনি রামনবমী উদযাপন সমিতির উদ্যোগে বুধবার অণ্ডালে পালিত হল রামনবমী উৎসব। এদিন সকালে ওয়ার্কশপ কলোনি থেকে বের হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এলাকার রয়্যালটি

মোড়, উত্তর বাজার, দক্ষিণ বাজার, ১২ নম্বর রেল কলোনি রোড, মসজিদ মোড় হয়ে ফের ওয়ার্কশপ কলোনিতে ফিরে এসে শেষ হয় শোভাযাত্রা। ভক্তদের পাশাপাশি শোভাযাত্রায় অংশ নেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এসএস আলুওয়ালিয়া। হুডখোলা গাড়িতে চড়ে তিনি শোভাযাত্রায় এলাকা পরিক্রমা করেন পাশাপাশি সারেন জনসংযোগও। এলাকাবাসীকে রামনবমীর শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ ভাবে উৎসব পালন করার আবেদন জানান তিনি । শোভাযাত্রার আসা যাওয়ার পথে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এলাকায় নজরদারি চালানো হয় ড্রোনের মাধ্যমে। শান্তিপূর্ণ ভাবে এদিনের শোভাযাত্রা শেষ হয় বলে দাবি পুলিশের।

এই প্রথম রাম নবমীর শোভাযাত্রায় :দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বুধবার রামনবমীতে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের দুই অভিনেতা প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের দেব এবং বিজেপির হিরণ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রার মধ্য দিয়েই জনসংযোগ করলেন দু'জন। দশ বছর সাংসদ থাকলেও দেব এবছরই প্রথম অংশগ্রহণ করলেন রামনবমীর শোভাযাত্রায়। মঙ্গলবার পিংলা ব্লকে দেব বলেছিলেন, ধর্ম জিতলে হেরে যাবে মনুষ্যত্ব। আমার দল, ওর দল, যারাই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করবে সেই দলটাকেই বন্ধ করতে হবে। এখন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে, কে হিন্দু কে মুসলিম।

রামনবমীর দিনে হিরণ ঘাটালে দেবকে জবাব দিয়ে বলেন, জিন্স পরে তিনি ইদে অংশ নিয়েছেন। মাইকে সিনেমার মতো বড় বড় ডায়লগ দেন। যখন যে ধর্মে পারে সেই ধর্মে তৃণমূল ঢুকে যায়। তার কাছে আগে ধর্ম, তারপর রাজনীতি। সন্দেশখালিতে কেন মুখ্যমন্ত্রী এবং সাংসদ দেব যাননি সেই প্রশ্ন তুলে

হিরণ বলেন, মানুষ ভোটে এর জবাব দেবে। বুধবার ঘাটাল শহরে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে হনুমানজির মন্দির থেকে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নেন দেব। মন্দিরে পুজো দেন তিনি। তারপর হেঁটে কলেজ মোড় পর্যন্ত তিনি জনসংযোগ করেন। তার সঙ্গে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ ছিলেন।

বিকেলে বীরসিংহ বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন। বীরসিংহ মোড়ে পথসভা করার পরে যান মনোহরপুরে। এদিন ঘাটালে রামনবমী কমিটির পক্ষ থেকে বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। বিজেপি প্রার্থী হিরণ এবং ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট র‍্যালিতে যোগ দেন।

হাওড়ায় রামনবমীর মেগা মিছিলে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: বুধবার রামনবমী উপলক্ষে লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচারে নামল রাজ্যে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি। এদিন হাওড়া গ্রামীণ এলাকার দুই দল নিজেদের মতো প্রচার করলেও প্রচারের মেগা আলো ছিনিয়ে নিল বিজেপি। জানা গিয়েছে, এদিন উলুবেড়িয়ার গঙ্গারামপুর থেকে কালীবাড়ি পর্যন্ত মেগা মিছিলে অংশ নেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী, তবে এর আগে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রামনবমী উপলক্ষে রাম পুজো এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় হনুমান পূজার অংশ নিলেন বিজেপি প্রার্থী অরুণ উদয় পাল চৌধুরী। বলাই বাহুল্য রামনবমী উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং এক একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে মিটিং মিছিলের জন্য নির্দিষ্ট করে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এদিন হাওড়া গ্রামীণ এলাকার উলুবেড়িয়ায় রামনবমীর মিছিলে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ছিলেন প্রার্থী অরুণ পাল চৌধুরী। বিশাল মিছিলের ফলে স্তব্ধ হয়ে যায় উলুবেড়িয়া শহর। মোটের ওপর উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে রামনবমীর প্রচারের সুযোগকে সঠিক ভাবে কাজে লাগাল বিজেপি। যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি।

রামনবমী উৎসব সমারোহে সামিল হলেন আরামবাগবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রামনবমী উৎসবে সামিল হল আরামবাগবাসী। বুধবার আরামবাগ মহকুমা জুড়ে ভগবান শ্রীরামের পুজোপাঠ হয়। গোঘাট, খানাকুল, পুরশুড়া আরামবাগ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ভাবে শ্রীরামের আরাধনা হয়। এদিন সকালে আরামবাগে শ্রীরাম জন্মভূমি সেবা সমিতির উদ্যোগে ও পরিচালনায় ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের হয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি যাতে না হয় সেই জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন সকাল ৮ টায় মাতৃ শক্তিদের নিয়ে কলস যাত্রা শুরু হয়। সারা আরামবাগ শহর জুড়ে এই রাম নবমীর শোভাযাত্রা প্রদর্শিত হয়। আরামবাগের বেনেপুকুর ওলাই চন্ডীতলা থেকে শুরু হয়ে নগর পরিক্রমা করে। তারপর দশটা নাগাদ আরামবাগ শহরে আর একটি

শোভাযাত্রা দেখা যায়। এমনকী বিকালে আরামবাগের বিজেপি নেতা বিমান ঘোষের নেতৃত্বে রাম নবমী উপলক্ষ্যে বিশাল শোভযাত্রা বের হয়। উল্লেখ্য, শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে পালিত হয় রাম নবমী। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এদিনই জন্মগ্রহণ করেন শ্রীরামচন্দ্র। চৈত্র নবরাত্রির শেষ দিনে রাম নবমী পালিত হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে রাম শ্রীবিষ্ণুর অবতার। রামচন্দ্র বিষ্ণুর সপ্তম অবতার ছিলেন বলে মনে করা হয়। ত্রেতা যুগে অযোধ্যার রাজা দশরথ ও রানি কৌশল্যার পুত্র হিসেবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম হিসেবেও খ্যাত। রামায়ন থেকে জানা গিয়েছে, সূর্যবংশীয় রাজা দশরথের তিন মহিষী ছিলেন কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা। কিন্তু তাঁর কোনও সন্তান ছিল না। একদা বর্ষার রাতে শিকারে বেরিয়ে সরযূ নদীর তীরে একটি শব্দ শুনে তাঁর মনে হয় যে কোনও পশু জল পান করছে। রাজা দশরথ শব্দবেধী বাণ ছুঁড়ে আর্তনাদ শোনার পর বুঝতে পারেন যে তিনি নরহত্যা করেছেন। সেই শিকার ছিলেন অন্ধ পিতামাতার একমাত্র অবলম্বন শ্রবণমুনি। পুত্রের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত ঋষি শাপ দেন দশরথকে, তাঁর পুত্রসুখ লাভ হবে না। দশরথের এই অপুত্রক দশা থেকে উদ্ধার করেন ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি। তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে এক দেবপুরুষ অগ্নি থেকে আবির্ভূত হয়ে চরুপাত্র রাজার হাতে তুলে দেন। দশরথ তা দুই ভাগে বণ্টন করেন কৌশল্যা এবং কৈকেয়ীর মধ্যে। এই দুই মহিষী নিজেদের ভাগ থেকে আবার অর্ধেকটা দেন সুমিত্রাকে। কালক্রমে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের মধ্যাহ্নে কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। এর মধ্যে পূর্ণাবতার এবং জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে রামের নামে তিথিটি রামনবমী বলে পরিচিত। এদিন সারা আরামবাগ মহকুমা জুড়েই বিজেপি নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে রাম নবমী পালনে সামিল হন। এই বিষয়ে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি সুশান্ত বেরা জানান, এদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা জুড়েই রাম নবমী পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা বের করা হয়। অপরদিকে আরামবাগের বিজেপি নেতা কার্তিক দত্ত জানান, আজকের দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা দেশ জুড়ে রীতি মেনে ভগবান রামের পুজোপাঠ হচ্ছে। আমরাও ভগবান রামের পুজোপাঠ ও রাম নবমীতে সামিল হয়েছি। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগে রাম ভক্তদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

১৫০ আসন পার করতে পারবে না বিজেপি

অখিলেশকে পাশে নিয়ে চ্যালেঞ্জ রাহুলের

লখনউ, ১৭ এপ্রিল: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ৪০০ আসনের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছে এনডিএ। যদিও রাহুল গান্ধির দাবি, '৪০০ আসন আসলে অলীক স্বপ্ন, ১৫০ আসনও পার করতে পারবে না এনডিএ তথা বিজেপি।' এছাড়াও কংগ্রেসের ইস্তেহার তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপি শাসনে দেশের বেহাল পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে মোদি সরকারকে তুলোধনা করলেন রাহুল। একইসঙ্গে ব্যাখ্যা দিলেন কেন এবার আমেঠি আসন থেকে ভোটে লড়ছেন না কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি।

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বুধবার উত্তর প্রদেশে গিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। সেখানেই সপা প্রধান অখিলেশ যাদবকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিজেপিকে তোপ দাগেন রাহুল। বলেন, 'আমি সাধারণত আসন সংখ্যা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করি না। তবে ১৫-২০ দিন আগে আমি ভাবছিলাম বিজেপি প্রায় ১৮০টি আসন জিতবে। কিন্তু এখন আমি বলছি, বিজেপি তথা এনডিএ জোট ১৫০টি আসনও পাবে না। আমরা প্রতিটি রাজ্য থেকে রিপোর্ট পাচ্ছি, বিরোধী জোট অত্যন্ত শক্তিশালী হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী জোট। এবং আমরা নিশ্চিতভাবে এখানে ভালো ফল করব।'

এদিন মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন রাহুল। বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আসলে দুর্নীতির চ্যাম্পিয়ন।' ব্যাখ্যা দিয়ে রাহুল বলেন, 'নির্বাচনী বন্ড নাকী স্বচ্ছতার জন্য আনা হয়েছিল! তাই যদি হবে সুপ্রিম কোর্ট খারিজ কেন করল? কে টাকা দিল, কত টাকা দিল, কবে টাকা দিল, এই তথ্যগুলো কেন লোকানো হল।' এরপরই সুর চড়িয়ে বলেন, 'কোনও সংস্থা বড় অর্ডার পেলে, কিংবা সংস্থার অফিসে ইডি-সিবিআইয়ের অভিযান চললে কয়েকদিনের মধ্যে বিজেপিকে টাকা দিয়ে দিচ্ছে সংস্থাগুলি। মাঠে ময়দানে এটাকে তোলাবাজি বলে।'

মোদি জমানায় দেশে ভয়াবহ বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে এবার মানুষ ভোটের বাক্সে জবাব দেবেন বলে দাবি করেন রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, 'গত ১০ বছরে নোটবন্দি, ভুল জিএসটি করে রোজগার বন্ধ করে দিয়েছে। মানুষের কাছে এই বিষয়গুলি তুলে ধরছি আমরা। আমাদের ইস্তেহারে সব স্নাতক, ডিপ্লোমাদের বছরে এক লাখ টাকার রোজগারের গ্যারান্টি দিচ্ছি আমরা। দেশে ৩০ লক্ষ শূন্যপদ এই সরকার পূরণ করছে না। আমরা ক্ষমতায় এলে তা পূরণ করব। গরিব পরিবারে একজন করে মহিলাকে বছরে এক লাখ টাকা, কৃষকদের এমএসপির গ্যারান্টি দেব আমরা। যেভাবে মোদিজি কর্পোরেটদের ঋণ মাফ করেছেন, আমরা কৃষি ঋণ মাফ করব।' পাশাপাশি বিজেপির ইস্তাহারকে কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, 'ওদের ইস্তাহার দেখুন, অলিম্পিক আর চাঁদে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে।'

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ওয়ানড় ও আমেঠি দুই কেন্দ্র থেকেই লড়েছিলেন রাহুল গান্ধি। যদিও আমেঠিতে হার দেখতে হয় তাঁকে। এবার ওয়েনাড়ের পাশাপাশি আমেঠি না রায়বরেলিতে কোন আসনে লড়বেন রাহুল? জবাবে রাহুল বলেন, 'দল থেকে আমাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, আমি তা পালন করি। দল আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ওয়েনাড় আসন থেকে লড়ার। তাই সেখান থেকেই নির্বাচন লড়ছি আমি।'

আমদাবাদ-বরোদা এক্সপ্রেসওয়েতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত ১০ যাত্রী

আমদাবাদ, ১৭ এপ্রিল: গুজরাতের আমদাবাদ-বরোদা এক্সপ্রেসওয়েতে বুধবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, বড় চার চাকার গাড়িটি বরোদা থেকে আমদাবাদের দিকে যাচ্ছিল। আমদাবাদ-বরোদা এক্সপ্রেসওয়ে ধরে এগোচ্ছিল গাড়িটি। তাতে মোট ১০ জন ছিলেন। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক্সপ্রেসওয়ের উপরে একটি ট্রেলার ট্রাকে পিছন থেকে গিয়ে ধাক্কা মারে গাড়িটি।

ট্রেলারের সঙ্গে সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়িটির সামনের দিক থেকে একটা বড় অংশ তুবড়ে যায়। ভেঙে যায় পিছনের কাচও। প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছিলেন স্থানীয়েরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দু'টি অ্যাম্বুল্যান্স। গাড়ির ভিতরে আটকে থাকা দেহগুলিকে বার করে অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তখনও গাড়ির ভিতরে দু'জন জীবিত ছিলেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েঠিল আট জনের। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে বাকি দু'জনও প্রাণ হারান।

দুর্ঘটনার ফলে আমদাবাদ-বরোদা এক্সপ্রেসওয়েতে দীর্ঘ সময়ের জন্য যানজট তৈরি হয়েছিল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেলার ট্রাক এবং গাড়িটিকে সরিয়ে, গাড়ির ভিতর থেকে দেহগুলিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাতে অনেক সময় লেগেছে। ওই সময়ের জন্য আমদাবাদ-বরোদা এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমদাবাদ-বরোদা এক্সপ্রেসওয়ে গুজরাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ত রাস্তা। প্রতি দিন বহু গাড়ি সেখান দিয়ে যাতায়াত করে। ব্যস্ত সময়ে এই দুর্ঘটনায় তাই ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ। যত দ্রুত সম্ভব পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছে পুলিশ। কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, কোন তরফে গাফিলতি রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দিল্লির ব্যস্ত উড়ালপুলে এলোপাথাড়ি গুলি, খুন পুলিশ অফিসার

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল: ব্যস্ত উড়ালপুলের উপর এক পুলিশ অফিসারকে গুলি করে খুন করলেন এক ব্যক্তি। তার পর নিজেই আত্মহত্যা করেন অভিযুক্ত। কেন তিনি এমন কাণ্ড ঘটালেন, তা জানতে চেষ্টা করছে পুলিশ। মৃত অভিযুক্তের পরিবারের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মঙ্গলবার পৌনে ১২টা নাগাদ উত্তর-পূর্ব দিল্লির মিটনগর এলাকার এক উড়ালপুলে উঠে মুকেশ কুমার নামে এক ব্যক্তি এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেন। সে সময় ওই সেতুর উপর দিয়ে বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের সাব-ইন্সপেক্টর দীনেশ শর্মা। তাঁর বুকে গুলি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান তিনি। ওই অবস্থা থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা দীনেশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুধু দীনেশ নন, ঘটনার সময় ওই সেতু দিয়ে অমিত কুমার নামে এক যুবক বাইকে করে যাচ্ছিলেন। তাঁর কোমরেও গুলি লেগেছে বলে খবর। আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, নির্বিচারে গুলি চালানোর পর একটি অটো থামিয়ে তাতে চেপে বসেন মুকেশ। কিন্তু অটোচালক মেহমুদ তাঁকে নিয়ে যেতে চাননি। সে সময় মুকেশ মেহমুদকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। কিন্তু অল্পের জন্য রক্ষা পান তিনি। অটো ছেড়ে পালিয়ে যান মেহমুদ। তার পরই ওই অটোতে বসেই নিজের মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী হন মুকেশ।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অটোর ভিতর থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে। একই সঙ্গে উড়ালপুলের উপরে পড়ে থাকা কার্তুজের খালি খোলও পেয়েছে পুলিশ।

রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে 'আমূল বেবি' বলে কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্বশর্মার

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল: লোকসভা ভোটের পর্ব শেষ হলেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন তিনি। সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনী বন্ডকে 'অসাংবিধানিক' বললেও বিরোধীরা যদি তা নিয়ে অভিযোগ তোলেন তবে আইনি পদক্ষেপের হুমকিও দিয়েছেন গত সপ্তাহে। অসমের সেই বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এ বার রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে বললেন 'আমূল বেবি'!

লোকসভা ভোটের প্রচারে মঙ্গলবার অসমে গিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। যোরহাটের কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈয়ের সমর্থনে তাঁর রোড-শোতে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। বিরোধীদের অভিযোগ, সেটাই একদা কংগ্রেস নেতা হিমন্তের উস্মার কারণ। বুধবার তিনি বলেন, 'অসমের মানুষ কেন গান্ধি পরিবারের আমূল বেবিদের দেখতে যাবেন? ওঁরা আমূলের প্রচারের জন্য উপযুক্ত। ওঁদের দেখতে না গিয়ে বরং কাজিরাঙায় গিয়ে গন্ডার, বাঘ দেখুন।'

গত জানুয়ারিতে রাহুলের 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র সময়ও ধারাবাহিক ভাবে প্ররোচনামূলক ও অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছিল হিমন্তের বিরুদ্ধে। গুয়াহাটিতে কংগ্রেসের যাত্রা চলাকালীন হামলাও হয়েছিল। এর পরে রাহুল-সহ কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল হিমন্তের পুলিশ। সাম্প্রতিক সময়ে রাহুল গান্ধিকে 'সাদ্দাম হোসেন', কর্নাটকের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়াকে 'টিপু সুলতানের বংশধর' বলেছিলেন হিমন্ত।

মহারাষ্ট্রের রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ

ঝলসে মৃত্যু একজনের

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল: মহারাষ্ট্রের এক রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক জন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ১৭ জন। বিস্ফোরণের কারণে গোটা কারখানায় আগুন ধরে যায়। জ্বলন্ত কারখানার মধ্যে আরও অনেকে আটকে রয়েছেন বলে খবর। তা-ই হতাহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রের জলগাঁও এলাকার এক রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে। বিস্ফোরণের ফলে কারখানায় আগুন ধরে যায়। কারখানার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত আগুন ছড়াতে শুরু করে। একটা সময় আগুন গোটা কারখানা গ্রাস করে ফেলে। বিস্ফোরণের সময় কারখানায় কাজ করছিলেন অনেকে। ঘটনার পর পরই শ্রমিকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অনেকে কারখানা থেকে বার হতে পারলেও ভিতরে আটকে পড়েন বেশ কয়েক জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল বাহিনী এবং পুলিশ। কারখানায় আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধারকাজ শুরু হয়। একই সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজও শুরু করেন দমকলকর্মীরা।

ছত্তিশগড়ের পাল্টা হামলা, বাড়িতে ঢুকে খুন বিজেপি নেতা

রায়পুর, ১৭ এপ্রিল: ছত্তিশগড়ে যৌথ অভিযানে ২৯ মাওবাদীর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা হামলা! মঙ্গলবার সকালে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর দল বিশেষ অভিযান চালিয়েছিল বস্তারে। রাতে সেই বস্তারেই এক বিজেপি নেতার বাড়িতে ঢুকে তাকে খুন করল মাওবাদীরা। যদিও এই ঘটনাকে প্রতিশোধ হিসাবে দাবি করেনি মাওবাদীরা। বরং বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে ফেলে যাওয়া প্যামফ্লেটে লেখা আছে, দুর্নীতি আর পুলিশের কাছে গোপন খবর চালাচালির অপরাধেই হত্যা করা হয়েছে তাঁকে।

মঙ্গলবার রাত ১১টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে বস্তার অঞ্চলের নারায়ণপুরে। তার আগে সকালে মাওবাদী বিরোধী যৌথ অভিযান চালানো হয়েছিল বস্তারের কাঁকেরে। রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অভিযান প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'নকশালেরাই উন্নয়ন এবং শান্তির পথে সবচেয়ে বড় শত্রু।' তার ঘণ্টা খানেক পরেই বস্তার এলাকার ওই বিজেপি নেতার বাড়িতে এসে হাজির হয় মাওবাদীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রাত ১১টা নাগাদ দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে মাওবাদীদের একটি দল। তার পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে ওই বিজেপি নেতাকে। শেষে বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে হাতে লেখা প্যামফ্লেট ছড়িয়ে রেখে চলে যায়। মৃত বিজেপি নেতার নাম পঞ্চমদাস মানিকপুরী ওরফে গোলু। তিনি নারায়ণপুরের দণ্ডবন গ্রামের উপ পঞ্চায়েত প্রধান এবং বিজেপির শক্তি কেন্দ্রের সহ-আহ্বায়ক। মাওবাদীদের অভিযোগ, এই পঞ্চম পুলিশের খবর সরবরাহকারী হিসাবে কাজ করতেন। তাঁকে বহু বার এ ব্যাপারে সতর্ক করা হলেও তিনি এ কাজ বন্ধ করেননি। তারই শাস্তি দিতে তাঁকে হত্যা করা হল বলেও জানিয়েছে মাওবাদীরা। তবে বস্তারে মাওবাদী দমন অভিযানের নেপথ্যে এই পঞ্চমের কোনও ভূমিকা ছিল কি না, তা স্পষ্ট নয় মাওবাদীদের প্যামফ্লেটের বক্তব্য থেকে। পুলিশ পঞ্চমের হত্যার ঘটনাকে নিশ্চিত করেছে।

ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে বিপর্যস্ত দুবাই, মৃত অন্তত ১৮

দুবাই, ১৭ এপ্রিল: প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত দুবাই। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির কবলে পড়ে জলমগ্ন সেখানকার রাঙ্গ স্তাঘাট, শপিং মল থেকে শুরু করে বিমানবন্দরও। প্রতিবেশী দেশ ওমানে প্রবল ঝঞ্ঝার কবলে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে বাহরিন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বহু অংশই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিপর্যস্ত জনজীবন। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার এমন নজিরে বিস্মিত আবহাওয়াবিদরা। মরুদেশ আমিরশাহীতে বৃষ্টি এক বিরল ঘটনা। সেখানেই এমন বন্যা পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়েছে যা আতঙ্কের।

জানা যাচ্ছে, ৭৫ বছরে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে আমিরশাহীর এই অংশে। আর তার জেরে রাস্তাঘাট জলমগ্ন। ঘরবাড়ি ভেসে যাচ্ছে জলে। একই অবস্থা দুবাই মল বা মল অফ এমিরেটসের মতো অত্যাধুনিক শপিং মলের। পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক দুবাই বিমানবন্দরের। বিশ্বের ব্যস্ততম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় ২৫ মিনিট কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হয়েছিল। বাতিল হয়েছে ৫০টির বেশি বিমান।

যেখানে আরব আমিরশাহীতে বছরে গড় বৃষ্টিপাত ১০০ মিলিমিটার, সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় বহু অঞ্চলে মোট বৃষ্টির পরিমাণ ৮০ মিলিমিটার! এই পরিস্থিতিতে বুধবারও প্রবল ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বন্ধ রয়েছে সেদেশের সব স্কুল। এদিনও সব বন্ধ রাখার আগাম ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সতর্ক প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ইন্টারনেটে দুবাইয়ের বৃষ্টির নানা ছবি, ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, বিমানবন্দরে এত জল জমেছে বিমানগুলো রীতিমতো ভাসছে।

নিশানা হামাস ঘাঁটি, ইজরায়েলের অগ্নিবর্ষণে ধ্বংস হামাসের ৪০টি ডেরা

নিকেশ বেশ কিছু জঙ্গি

তেল আভিভ, ১৭ এপ্রিল: সব আশঙ্কা সত্যি করে ইজরায়েলে আঘাত হেনেছে ইরান। নানা মহলে শোনা যাচ্ছে, প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে তেল আভিভও। কিন্তু এর মাঝেও গাজায় আগুন ঝরানো বন্ধ করেনি ইজরায়েলি ফৌজ। হামাস নিধনে নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল তারা। মধ্য গাজায় হামাসের ৪০টি ডেরা নিশানা করে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। খতম করে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু জঙ্গিকে।

যতই ইরানের চোখ রাঙানির জবাব দিতে প্রস্তুতি নিক ইজরায়েল, গাজায় আক্রমণের ঝাঁজ কিন্তু কমায়নি তারা। খুঁজে খুঁজে নিশানা করা হচ্ছে হামাসের ঘাঁটিগুলোকে। সূত্রে খবর, ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস জানিয়েছে, বুধবার সকালে গাজায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠনটির উপর আঘাত হানা হয়েছে। ইজরায়েলি সেনার ঘাঁটির কাছেই হামাস স্কোয়াড একটি ড্রোন হামলার প্রস্তুতি নিয়েছিল। বোমা বর্ষণ করে সেটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, হামাসের বিরুদ্ধে ৪০টি ডেরা টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি ফৌজ। হামাস জঙ্গিদের রকেট লঞ্চারগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। এখান থেকেই জেহাদিরা ইজরায়েলে রকেট ছোঁড়ার ছক কষত। মাটির নিচের ডেরাগুলোতেও অগ্নিবর্ষণ করা হয়েছে। এই হামলায় নিকেশ হয়েছে বেশ কয়েকজন হামাস জঙ্গি। সব মিলিয়ে এদিন সব দিক দিয়ে গাজায় শক্তিশালী আক্রমণ শানিয়েছে তেল আভিভ।

এদিকে, এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছে ইজরায়েলের ওয়ার ক্যাবিনেট। ইতিমধ্যেই নেতানিয়াহুর মন্ত্রীরা বলতে শুরু করেছেন, যদি ইরানের হামলার কোনও জবাব না দেওয়া হয় তাহলে তা দুর্বলতা হিসেবেই চিহ্নিত করবে 'শত্রু' দেশটি। যদিও কখন ও কীভাবে প্রত্যাঘাত হানবে ইজরায়েল তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সমর বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোয় আকাশপথে হামলা চালাতে পারে ইজরায়েল। এছাড়াও সম্ভাবনা রয়েছে ইরানের বিরুদ্ধে সাইবার হামলার পথেও যেতে পারে তেল আভিভ। পাশাপাশি আর একটা সম্ভাবনাও রয়েছে। ইরানে সরাসরি হামলা না করে ছায়াসঙ্গী অর্থাৎ লেবাননের হেজবোলা ও ইয়েমেনের হাউথি গোষ্ঠীর ঘাঁটিতে হানা দিয়ে তেহেরানকে জবাব দিতে পারে ইজরায়েল। এই সম্ভাবনাও যথেষ্ট জোরালো বলে মত বিশেষজ্ঞদের। এর

পাশাপাশি গাজায় হামলা অব্যাহত রেখে হামাসের উপরে আক্রমণের ঝাঁজ আরও বাড়াতে পারে তেল আভিভ।

বলে রাখা ভালো, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে বেনজির হামলা চালায় হামাস। যার বদলা নিতে গত ছয় মাস ধরে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তেল আভিভ। ইতিমধ্যেই গাজায় মৃতের সংখ্যা ৩৩ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। সৌদি আরব, মিশর, জর্ডন, কাতার এই দেশগুলো বহুবার প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যু নিয়ে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। কিন্তু এই ছয় মাসে ইহুদি দেশটির বিরুদ্ধে সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করেনি তারা। এমনকী ইরানের মদতপুষ্ট লেবাননের হেজবোল্লা গোষ্ঠী মাঝে মধ্যে ইরানে মিসাইল ছুঁড়লেও তারাও প্রায় নিস্তেজ। তাই সেই অর্থে দেখতে গেলে ইজরায়েলের আক্রমণ শানিয়ে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছে হামাসই।

পাকিস্তানে বেছে বেছে জঙ্গিদের নিকেশ করছে ভারত

রিপোর্ট প্রকাশ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে, বিবৃতি দিল হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ১৭ এপ্রিল: বিদেশের মাটিতে, বিশেষত পাকিস্তানে বেছে বেছে জঙ্গিদের নিকেশ করছে ভারত। চাঞ্চল্যকর এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম। এই বিতর্কের মধ্যে সম্প্রতি ভোটপ্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাম না করে পড়শি দেশকে হুঁশিয়ারি দেন, 'ঘর মে ঘুস কর মারেঙ্গে'। মোদির এই মন্তব্যে এবার মুখ খুলল আমেরিকা। হোয়াইট হাউসের তরফে এক বিবৃতিতে আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের উচিত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা। দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আমেরিকা নাক গলাবে না। পাকিস্তানে গত দু'বছরে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত বারো জন জেহাদি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, এরা প্রত্যেকেই ছিল ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায়। শুধু পাকিস্তান নয়, অভিযোগ উঠেছে 'বন্ধু' কানাডা থেকেও। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ করেন, খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে জড়িত ভারত সরকার। এক 'র' এজেন্টের বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করা হয়েছিল।

যাবতীয় প্রসঙ্গ তুলে ৫ এপ্রিল ভারতীয় সরকারের এক আধিকারিকের উক্তি-সহ একটি রিপোর্ট পেশ করে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম। যেখানে বলা হয়েছে যে বিদেশের মাটিতে, বিশেষত পাকিস্তানে বেছে বেছে জঙ্গিদের নিকেশ করছে ভারত। যদিও ওই রিপোর্টকে ইতিমধ্যে মিথ্যে বলে নস্যাৎ করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর সাফ জানান, বিদেশের মাটিতে গিয়ে খুন করা ভারত সরকারের নীতি নয়। গত ৯ এপ্রিল এই বিষয়ে আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, 'আমরা মিডিয়া রিপোর্টের দিকে নজর রাখছি। তবে এই বিষয়ে এখনই আমাদের তরফে কোনও বক্তব্য নেই। দুই দেশকে সংঘাত এড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে বলব।'

এর মধ্যে সম্প্রতি একটি জনসভায় মোদি বলেন, দেশে শক্তিশালী সরকার রয়েছে। দেশে জঙ্গি হামলা হলে প্রয়োজনে এই মজবুত সরকার প্রতিবেশীদের ঘরে ঢুকে জঙ্গিদের নিকেশ করবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহের কণ্ঠেও একই ধরনের বক্তব্য শোনা গিয়েছিল। যার পর

পাকিস্তানের বিবৃতি ছিল, ভারতের নেতারা 'উসকানিমূলক' মন্তব্য করছে। বুধবার নতুন করে আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু বলেন, আমি আগেই বলেছি, আমেরিকা দু'দেশের মাঝখানে ঢুকবে না। তবে আমরা ভারত ও পাকিস্তান উভয়কেই উত্তেজনা এড়াতে এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বার করতে উৎসাহিত করব।

প্রসঙ্গত, রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১৯ সাল থেকে মোট ২০ জঙ্গিকে নিকেশ করেছে 'র'। এই দাবির সপক্ষে পাকিস্তান সরকারও বেশ কিছু প্রমাণ দিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটিকে। ইসলামাবাদের মতে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অবস্থিত ভারতের স্লিপার সেলই পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গিদের খুন করেছে। ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের ধাঁচেই এই অপারেশন চালাচ্ছে 'র'।

দিল্লির কাছে লজ্জার হার গুজরাতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমদাবাদের চেনা ২২ গজে ব্যাটিং বিপর্যয় গুজরাত টাইটান্সের। প্রথমে ব্যাট করার সুবিধা কাজেই লাগাতে পারল না শুভমন গিলের দল। শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে ৮৯ রানে শেষ হয়ে গেল গত দু'বারের ফাইনালিস্টদের ইনিংস। ১৬ বল বাকি থাকতেই শেষ হল গুজরাতের ইনিংস। জয়ের জন্য ঋষভ পন্থের দিল্লি ক্যাপিটালসের লক্ষ্য ৯০ রান। ১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেন বাংলার মুকেশ কুমার। তিনিই দিল্লির সফলতম বোলার।

বলার মতো রান করতে পারলেন না এক জন ব্যাটারও। বুধবার শুভমনদের দেখে ক্রিকেট শিক্ষার্থী মনে হল। প্রথমেই ইশান্ত শর্মার বলে আউট হন শুভমন (৬ বলে ৮ রান)। অপর ওপেনার ঋদ্ধিমান সাহা ২ রান করলেন ১০ বল খেলে। তিন নম্বরে নামা সাই সুদর্শন করলেন ৯ বলে ১২। ডেভিড মিলারের অবদান ৬ বলে ২ রান। অভিনব মনোহরের ব্যাট

থেকে এল ১৪ বলে ৮ রান। রাহুল তেওতিয়া ১০ রান করলেন ১৫ বল খেলে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নামা শাহরুখ খান আউট হলেন প্রথম বলেই। গুজরাত ব্যাটারদের রান এবং বলের হিসাব দেখলে মনে হতেই পারে তাঁরা টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন।

৪৮ রানেই ৬ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় গুজরাত। সেই চাপ সামলাতে পারেননি নীচের দিকের ব্যাটারেরা। গুজরাতের ইনিংসে ধস নামার নেপথ্যে দিল্লির বোলারদের কৃতিত্ব থাকলেও বেশি ছিল শুভমনদের জঘন্য ব্যাটিং। ভুল শট নির্বাচন করে আউট হলেন একাধিক ব্যাটার। ইশান্ত, খলিল আহমেদ, মুকেশ, কুলদীপ যাদব, অক্ষর পটেলদের বল খেলতেই পারলেন না তাঁরা। শেষ দিকে কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন রশিদ খান। আফগান অলরাউন্ডারের ইনিংস দলকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাতে পারেনি। রশিদ করলেন ২৪ বলে ৩১। ২টি চার এবং ১টি ছয় এল তাঁর ব্যাট থেকে। গুজরাতের পক্ষে এ দিন এক মাত্র ছক্কাটি রশিদই মারলেন। এ ছাড়া করলেন মোহিত শর্মা ১৪ বলে ৪ রান। নুর আহমেদ করলেন ৭ বলে ১ রান। স্পেনসার জনসন অপরাজিত থাকলেন ১ রান করে।

দিল্লির বোলারদের মধ্যে ইশান্ত ৮ রানে ২ উইকেট নিলেন। ১১ রানে ২ উইকেট ট্রিস্টান স্টাবসের। অক্ষর ১৭ রানে ১ উইকেট নিলেন। কুলদীপ উইকেট না পেলেও খরচ করলেন ১৬ রান। খলিল ১ উইকেট নিলেন ১৮ রানে।

বাটলার খেলাটা শেষ করতে না পারলেই বরং অবাক হতেন স্টোকস

নিজস্ব প্রতিনিধি: সেঞ্চুরি তো আইপিএলে কতই হয়! তবে সব সেঞ্চুরির ভার সম্ভবত এক রকম নয়। কিছু সেঞ্চুরি পায় বিশেষ মর্যাদা। এই যেমন ইংল্যান্ডের জশ বাটলার গতকাল রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে যে সেঞ্চুরিটি করলেন;পরিসংখ্যানে তাকালেই ইনিংসটির মাহাত্ম্য বোঝা যায়।

শেষ ৬ ওভারে রাজস্থানের প্রয়োজন ছিল ৯৬ রান, ওভারপ্রতি দরকার ১৬ রান করে, হাতে ৪ উইকেট। বাটলার তখন অপরাজিত ৩৩ বলে ৪২ রানে। সেখান থেকে বাটলার সেঞ্চুরি করেছেন, দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। সেটাও চোট নিয়ে অনেকটাই খুঁড়িয়ে। এমন ইনিংসের পর স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেটবিশ্বে চলছে বাটলার,বন্দনা।

বাটলারকে নিয়ে এই বন্দনা অবশ্য মাঠ থেকেই শুরু হয়েছে। শুরু করেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিক শাহরুখ খান। নিজে হেরে গিয়েও ম্যাচ শেষে বাটলারকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দনও জানিয়েছেন তিনি। আর বাটলারের সতীর্থরা? মাঠে তাঁরা বাটলারকে কুর্নিশ তো করছেনই পারলে পা ছুঁয়ে সালাম করেন!

পাওয়ার হিটিংয়ের যুগে রান করাটা তুলনামূলক সহজ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে হাতে ৪ উইকেট নিয়ে শেষ ৬ ওভারে ৯৬ রান তোলাটা এখনো অবিশ্বাস্যই লাগার কথা। বাটলার কাল অমন ঝড় শুরু করেন স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে দিয়ে। ১৫তম ওভারে স্পিনার বরুণকে চারটি ৪ মারেন বাটলার। ওই ওভারে আসে ১৭ রান, পরের ওভারেও রান আসে ১৭। আন্দ্রে রাসেলের করা সেই ওভারটিতে বাটলারের পাশাপাশি একটি ছক্কা মারেন রোভম্যান পাওয়েলও।

সুনীল নারাইনের পরের ওভারটিতে রান ওঠে ১৬। শেষ ৩ ওভারে বাটলারদের রান দরকার ছিল ৪৬, তখন ১৮তম ওভারে এসে মিচেল স্টার্ক রান দিয়ে যান ১৮।

পরের দুই ওভারে ২৮ রানের সমীকরণও মিলিয়ে ফেলেন বাটলার। এই পথে পান আইপিএলে নিজের সপ্তম সেঞ্চুরি, যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আইপিএলে তাঁর চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি আছে শুধু বিরাট কোহলির;৮টি। তবে এক জায়গায় কোহলির চেয়ে এগিয়ে বাটলার। বাটলার আইপিএলে সেঞ্চুরি করে কখনো হারেননি, কোহলি হেরেছেন তিনবার। গতকাল নারাইন, স্টার্কদের কেউ একটি ওভার ভালো করলেও খেলার গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারত, সেটাই বাটলার হতে দেননি। বাটলারের গতকালের ইনিংসের মাহাত্ম্যটাই এখানে।

বাটলারের অমন ইনিংস সবাইকে অবাক করেছে। তবে বাটলারের ইংলিশ সতীর্থ বেন স্টোকস বলেছেন, বাটলার খেলা শেষ করতে না পারলেই তিনি বেশি অবাক হতেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স',এ গতকাল স্টোকস লিখেছেন, 'সত্যি বলতে পাওয়েলের আউটের পর বাটলার যদি খেলা শেষ করে না আসতে পারত, তাহলেই বেশি অবাক হতাম। ও এতটাই ভালো, ম্যাচ পরিস্থিতি বোঝার সামর্থ্য, খেলা থেকে আবেগটাকে দূরে সরিয়ে রাখার সামর্থ্যই ওকে আলাদা করেছে।'

সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার মাইকেল ভন বাটলারের ইনিংস নিয়ে এক্সে লিখেছেন, 'এটা নিশ্চিতভাবেই সেরা টি-টোয়েন্টি ইনিংসের একটি। আসলেই অবিশ্বাস্য।' অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার অ্যারন ফিঞ্চ বাটলারের সেঞ্চুরির প্রশংসা করে লিখেছেন, 'রাজস্থানের কী দুর্দান্ত রান তাড়া করে জয়। আশপাশে যখন উইকেটের ঝড় বইছিল, তখন বাটলারের টিকে থাকার ধৈর্যই প্রমাণ করে সে কেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বকালের সেরা ওপেনারদের একজন।' চলতি মৌসুমে এটি বাটলারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। এর আগে ৬ এপ্রিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সে বেঙ্গালুরুর বিপক্ষেও অপরাজিত সেঞ্চুরি করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন বাটলার।

পন্টিংয়ের মতে, এবার আইপিএল জেতাবে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের আইপিএল নতুন রেকর্ডের জন্ম দিচ্ছে। শুরুর দিকে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে ২৭৭ রান তুলে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড গড়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। গত পরশু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে নিজেদের সেই রেকর্ড ভেঙে হায়দরাবাদ তুলেছে ৩ উইকেটে ২৮৭ রান। জবাবে বেঙ্গালুরু করেছে ২৬২ রান।

দুই দলের সম্মিলিত ৫৪৯ রান যেকোনো টি-টোয়েন্টি ম্যাচেই সর্বোচ্চ। ওভারপ্রতি এই মৌসুমেই রান উঠছে সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ বোলারদের নিস্তার নেই। অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি ও দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ রিকি পন্টিং মনে করেন, এবারের আইপিএল জয়ের মূল চাবিকাঠি হতে পারে এই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং।

এবার আইপিএলে এখন পর্যন্ত ম্যাচ হয়েছে ৩১টি। যেখানে রান উঠেছে ওভারপ্রতি ৯.৪৮ রান করে। এর আগে সর্বোচ্চ ছিল ২০২৩ সালে, ওভারপ্রতি ৮.৯৯ রান করে। গতকাল রাজস্থান কলকাতার ২২৩ রানও তাড়া করেছে, যা আইপিএলে যৌথভাবে সর্বোচ্চ রান তাড়া করার রেকর্ড।

আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ তিনটি দলীয় স্কোর এসেছে এ বছর, সর্বোচ্চ পাঁচটির মধ্যে অবশ্য চারটিই এ বছর এসেছে। কেন এমন রান উঠছে, সেই প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইপিএলের ইমপ্যাক্ট-সাব বা ইমপ্যাক্ট-বদলির নিয়ম ভালোভাবে কাজে লাগানোর ফলেই এমন রানপ্রসবা মৌসুম দেখা

যাচ্ছে।

আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ তিনটি দলীয় স্কোর এসেছে এ বছর, সর্বোচ্চ পাঁচটির মধ্যে অবশ্য চারটিই এ বছর এসেছে। কেন এমন রান উঠছে, সেই প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইপিএলের ইমপ্যাক্ট-সাব বা ইমপ্যাক্ট-বদলির নিয়ম ভালোভাবে কাজে লাগানোর ফলেই এমন রানপ্রসবা মৌসুম দেখা যাচ্ছে।

অধিনায়ক হিসেবে দুবার বিশ্বকাপজয়ী পন্টিং ব্যাখ্যা করেন, 'আইপিএল কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় বিগ ব্যাশের মতো টুর্নামেন্টে প্রায়ই সেরা রক্ষণাত্মক বোলিং বিভাগের দলই জিতেছে। তবে এবার নতুন নিয়মে যেভাবে আইপিএল এগোচ্ছে, মনে হচ্ছে যারা বোলারদের ওপর বেশি আক্রমণ করতে চায়, বড় সংগ্রহ তুলতে চায়, তারাই জিতবে। আমার মনে হয়, এবার রক্ষণাত্মক বোলিংয়ের চেয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়েই আইপিএল জেতার সম্ভাবনা বেশি।'

গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে খেলবে দিল্লি ক্যাপিটালস। এর আগে পন্টিংয়ের দিল্লি ৬ ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র দুটিতে। তারা আছে তালিকার ৯ নম্বরে।

২২৩ রান করেও ঘরের মাঠে হার, বল বদলের দাবি গম্ভীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোটেও খুশি হতে পারেননি গৌতম গম্ভীর। ঘরের মাঠে ২২৩ রান করেও রাজস্থান রয়্যালসের কাছে হারতে হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। এই হার হজম করতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। সেই কারণে আইপিএলে ব্যবহার হওয়া বল বদলে ফেলার দাবি জানিয়েছেন কেকেআরের মেন্টর।

একটি ইউটিউব ভিডিয়োতে আইপিএলে ব্যবহার হওয়া বল নিয়ে মুখ খুলেছেন গম্ভীর। ভারতে সাদা বলের ক্রিকেটে সাধারণত কুকাবুরা বলে খেলা হয়। এই বলে সুইং খুব বেশি ক্ষণ হয় না। তাই বোলারেরা বেশি সুবিধা পান না। এই বিষয়ে গম্ভীর বলেন, তদি বল প্রস্তুতকারক সংস্থা এমন বল তৈরি করতে না পারে যা দিয়ে ৫০ ওভার খেলা হবে তা হলে সেই সংস্থাকে বদলে ফেলা উচিত। কেন শুধু কুকাবুরা বলেই খেলা হবে? ডিউক বলও ব্যবহার করা যেতে পারে।দ তিনি আরও বলেন, তএ বার আইপিএলে ২০০ রান জলভাত হয়ে গিয়েছে। ২০০-র বেশি করেও কোনও দল হেরে যাচ্ছে। খেলাটা শুধু ব্যাটারদের হয়ে গিয়েছে। বোলারদেরও সুবিধা দেওয়া উচিত। আমি বোর্ডকে অনুরোধ করব বিষয়টা ভেবে দেখতে।দ

সাধারণত ইংল্যান্ডে ডিউক বলে খেলা হয়। এই বলে অনেক বেশি ক্ষণ সুইং হয়। ফলে বল একটু পুরনো হলেও বোলারেরা তা কাজে লাগাতে পারেন। আইপিএলে যে ভাবে একের পর এক ম্যাচে

চার-ছক্কার ফুলঝুরি দেখা যাচ্ছে, তা দেখেই বলের সংস্থা বদলে ফেলার কথা বলেছেন গম্ভীর। তাঁর মতে, তা হলে অন্তত ব্যাট ও বলের মধ্যে লড়াই হবে।

এই লড়াইয়ের কথা শোনা গিয়েছে ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলের মুখেও। তিনি বলেন, তআমি গম্ভীরের কথার সঙ্গে একমত। যেখানে পিচ থেকে বোলারেরা কোনও সুবিধা পাচ্ছে না সেখানে ব্যাট ও বলের লড়াই তখনই হবে যখন বল বদলাবে। ডিউক বলে সিম অনেক ক্ষণ ঠিক থাকে। তাই পিচে পড়ে অনেক বেশি সুইং হয়। ব্যাটারদেরও দেখে খেলতে হয়। চোখ বন্ধ করে ব্যাট চালালে হয় না। গম্ভীরের মতো কেউ এই বিষয়ে মুখ খুলেছে দেখে ভাল লাগল। আশা করছি বোর্ডও বিষয়টা ভেবে দেখবে। তা হলে ক্রিকেটেরই লাভ হবে।

টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কি দেখা যাবে নারাইনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সময়টা এখন সুনীল নারাইনের। বোলার হিসেবে তিনি কী করতে পারেন, সেটি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর নামের পাশে ৫৪২ উইকেটেই স্পষ্ট। ব্যাটসম্যান হিসেবেও সামর্থ্য কম নেই। এবার আইপিএলে দেখা মিলছে সেই সামর্থ্যের। গতকাল আইপিএলে তো পেয়েছেন ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিও। কলকাতার হয়ে রাজস্থানের বিপক্ষে খেলেছেন ৫৬ বলে ১৩ চার ও ৬ ছক্কায় ১০৯ রানের ইনিংস।

চলতি মৌসুমে ব্যাট হাতে কলকাতার ব্যাটিংকেই বদলে দিয়েছেন এ ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার। এবার কলকাতার সর্বোচ্চ ২৭৬ রান এসেছে এই ওপেনারের ব্যাট থেকে। স্ট্রাইকরেট ১৮৭.৭৫। সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, সেটাও হবে নারাইনের দেশে। ফর্মে থাকা নারাইন কি সেই বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ফিরবেন?

ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে নারাইন সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছে ২০১৯ সালের আগস্টে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন গত বছর নভেম্বরে। চার বছরের বেশি সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেললেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়মিতভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ খেলে যাচ্ছেন নারাইন। তবে জাতীয় দলের হয়ে তাঁর খেলার আগ্রহ কতটুকু, সে প্রশ্ন অনেক দিনের। বিশ্বকাপের আগে অবসর নেওয়া নারাইন কি ফিরবেন জাতীয় দলে? তিন দিন আগেই নারাইন জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ তিনি ঘরে বসেই দেখবেন। কিন্তু গতকাল সেঞ্চুরির পর নারাইন যা বলেছেন, তাতে ক্যারিবীয় সমর্থকেরা খানিকটা আশা করতেই পারেন। জাতীয় দল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন করে ভাববেন কি না;এ প্রশ্নে তিনি বলেছেন, 'দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়।' এদিকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতেও বেশি দেরি নেই। ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

নারাইনের দল কলকাতাকে হারাতে ১৩ বলে ২৬ রানের ইনিংস খেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার রোভম্যান পাওয়েল। রাজস্থানের হয়ে আইপিএল খেলা এই ক্রিকেটার ১২ মাস ধরেই নারাইনকে জাতীয় দলে ফেরানোর চেষ্টা করছেন, 'সর্বশেষ ১২ মাস ধরে নারাইনের কানে ফিসফিস করে বলছি, সে কারও কথা শুনছে না। আমি কাইরন পোলার্ড, ডোয়াইন ব্রাভো, নিকোলাস পুরানকেও বলেছি। আশা করছি, দল নির্বাচনের আগে তারা তাকে রাজি করাতে পারবে।'

নারাইনের আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় ২০১১ সালের ডিসেম্বরে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে। অবসরের আগে তিন সংস্করণ মিলিয়ে মোট ১২২টি ম্যাচ খেলেছেন নারাইন। যার মধ্যে টেস্ট ৬টি, ওয়ানডে ৬৫টি এবং টি-টোয়েন্টি ৫১টি। এর মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২০১২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলে ছিলেন নারাইন, যেখানে ৯ উইকেট নিয়েছিলেন এই স্পিনার।

চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘুরে দাঁড়ানোর পাগলাটে এক রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্সেলোনা থেকে ডর্টমুন্ডের দূরত্ব প্রায় ১ হাজার ২২০ কিলোমিটার। বিমানযাত্রায় সময় লাগে ৬ ঘণ্টার মতো। তবে আলাদা এই দুই শহর গতকাল রাতে যেন এক বিন্দুতে এসে মিলেছিল। চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ আটের ম্যাচে এ দুই শহরেই লেখা হয়েছে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। দুটি ম্যাচের মধ্যে অবশ্য কিছু কাকতালীয় মিলও ছিল। দুই ম্যাচেই একটি করে দল ছিল স্পেনের। বার্সেলোনা খেলেছে স্বাগতিক হিসেবে আর ডর্টমুন্ডের মাঠে খেলেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। এমনকি স্পেনের দুটি দলই মাঠে নেমেছিল প্রথম লেগে পাওয়া জয়ে এগিয়ে থেকে।

এত সব মিলের ভিড়ে শেষটাও অবশ্য অমিল হলো না। তবে এই মিলটাই এখন হতাশায় ভাসাচ্ছে স্পেনের দুই দলকে। বার্সা ও আতলেতিকো যে চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে ছিটকে গেছে। প্রথম লেগে এগিয়ে থাকার সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি কোনো দলই। ঘরের মাঠে বার্সা হেরেছে ৪-১ গোলে (দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৪ গোলের হার)। ডর্টমুন্ডের কাছে আতলেতিকোর হার ৪-২ গোলে (দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৪ গোলের হার)।

শুরুতে ফিরে চোখ রাখা যাক বার্সা-পিএসজির ম্যাচটির দিকে। প্যারিসে প্রথম লেগে ৩-২ গোলে জয়ের পরও পিএসজিকে ফেবারিট হিসেবে এগিয়ে রাখার কথা বলেছিলেন বার্সা কোচ জাভি হার্নান্দেজ। অনেকে তাঁর কথাকে তখন নিছক কথার কথা হিসেবেই নিয়েছিলেন। এর পেছনে যুক্তিও ছিল। একে তো সাম্প্রতিক সময়ের দুর্দান্ত ছন্দ এবং তার ওপর পরিসংখ্যান ছিল বার্সার পক্ষে।

ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় এর আগে কেবল দুবার প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথম লেগ জয়ের পর বিদায় নিয়েছিল বার্সা। ১৯৮০ সালে কোলনের মাঠে ১-০ গোলে জয়ের পর ঘরের মাঠে ৪-০ গোলে হেরেছিল বার্সা। এরপর ১৯৮৪ সালে মেটজের বিপক্ষে ৪-২ গোলের জয়ের পর নিজেদের মাঠে ৪-১ গোলে হেরেছিল কাতালান ক্লাবটি। চার দশক পর এসে আবারও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখল বার্সা।

অথচ দুই লেগ মিলিয়ে ১৮০ মিনিটের ম্যাচে ১২০ মিনিট পর্যন্ত লাগাম ছিল বার্সার হাতেই। তখন পর্যন্ত ম্যাচে ৪-২ গোলে এগিয়েই ছিল তারা। কিন্তু পরের ৬০ মিনিটে ভোজবাজির মতো বদলে গেছে

পুরো চিত্রনাট্য। রোনাল্দ আরাউহোর দেখা লাল কার্ডটিই মূলত বদলে দিয়েছে ম্যাচের গতিপথ। বার্সা কোচ জাভি হার্নান্দেজও বলেছেন, রেফারির সেই সিদ্ধান্তই তাদের জন্য ম্যাচটা শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু বড় মঞ্চে একজন খেলোয়াড়কে হারানোর পর বার্সার হাল ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতাও নিয়েও কেউ চাইলে প্রশ্ন তুলতে পারে।

এমনকি আরাউহোর বিদায়ের পর জাভির কৌশল বদলে ফেলা নিয়েও কথা হচ্ছে। উরুগুয়েন ডিফেন্ডারকে হারানোর পর দুর্দান্ত ছন্দে থাকা লামিনে ইয়ামালকে তুলে নিয়ে ইনিগো মার্তিনেজকে নামান জাভি। ম্যাচে অবশ্য তখন পর্যন্ত দারুণ খেলছিলেন ইয়ামাল। রাফিনিয়ার করা প্রথম গোলটিও ছিল তাঁর বানিয়ে দেওয়া। উইংয়ে পিএসজিকে একাই নাচিয়ে ছাড়ছিলেন এ কিশোর। এমন গতিময় ও প্রাণবন্ত একজন খেলোয়াড়কে বদলে একজন ডিফেন্ডার নামানো মূলত অতি সতর্কতার খেলসে ঢুকে পড়ার কথাই বলে। লাল কার্ড সমস্যার পর কৌশলে গুবলেট পাকানোর পাশাপাশি স্নায়ুচাপেও ভুগতে দেখা যায় বার্সা খেলোয়াড়দের।

বলা যায়, পিএসজিকে ম্যাচে ফেরার সুযোগটা মূলত বার্সাই করে দিয়েছে। আর এ সুযোগ কাজে লাগাতে একটুও ভুল করেননি উসমান দেম্বেলে-কিলিয়ান এমবাপ্পেরা। অথচ বার্সার সামনে সুযোগ ছিল এক খেলোয়াড় কম নিয়েও নতুন ইতিহাস গড়ার। একদিকে দুই গোলের লিড এবং অন্যদিকে গ্যালারিতে সমর্থকদের সরব উপস্থিতি। পরিবেশ ও পরিস্থিতি দুটোই পক্ষে ছিল। কিন্তু অতি চিন্তা ও স্নায়ুচাপ সামলাতে না পেরে ম্যাচটা নিজেরাই একরকম তুলে দেয় পিএসজির পায়ে। পিএসজিও ঘুরে দাঁড়ানোর এই সুযোগ কাজে লাগাতে কোনো কার্পণ্য করেনি। নড়বড়ে বার্সাকে তাদের মাঠেই রীতিমতো গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্যারিসের ক্লাবটি।

পিএসজির বিপক্ষে এই হারে এখন শূন্য হাতেই মৌসুম শেষ করে বিদায় নেওয়ার পথে জাভি। লা লিগায় কাগজে,কলমে এখনো সম্ভব বেঁচে থাকলেও রিয়াল মাদ্রিদকে শীর্ষ স্থান থেকে সরাতে অবিশ্বাস্য কিছুই করতে হবে। চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায়ের পর কাজটা যে আরও কঠিন হয়ে গেল।

ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দফায় দফায় প্রত্যাবর্তন দেখা গেছে ডর্টমুন্ডেও। মেট্রিপলিতানোয় প্রথম লেগে শুরুতে ২ গোলে এগিয়ে গিয়ে পরে ২-১ গোলের জয় পায় আতলেতিকো। এ জয়ে অনেকে 'অল স্পেন' সেমিফাইনাল দেখার স্বপ্নও দেখেছেন। বার্সা-আতলেতিকোর সেই লড়াইও নিশ্চয় দারুণ কিছু হতো!

সে আশায় পানি ঢেলে দিয়ে সিগনাল ইদুনা পার্কে দৃশ্যপট বদলে দেয় ডর্টমুন্ড। পাগলাটে এ ম্যাচ বারবার দিক বদলেছে, যেখানে প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়ে দুই লেগ মিলিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ডর্টমুন্ড। এরপর পাল্টা প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে ৬৪ মিনিটের মধ্যে ২-২ গোলে সমতায় (দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ গোলে এগিয়েও যায় তারা) ফেরে আতলেতিকো। কিন্তু ৭১ থেকে ৭৪; এই ৩ মিনিটের মধ্যে ২ গোল করে ম্যাচ একরকম শেষ করে দেয় ডর্টমুন্ড।

অথচ গত সপ্তাহে মাদ্রিদে প্রথম লেগের ৩২ মিনিট শেষ হওয়ার পর ডর্টমুন্ডকে সেমিফাইনালের তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলেছিলেন অনেকেই। সেই ৩২ মিনিট জার্মান ক্লাবটির জন্য রীতিমতো এক 'হরর শো' ছিল। খেলায় না ছিল কোনো পরিকল্পনা, না ছিল কোনো কৌশল। কিন্তু সেই দলটিই পরবর্তী সময়ে বদলে দিয়েছে পাশার দান। ২৯ এপ্রিল রাতে সেমিফাইনাল প্রথম লেগে ডর্টমুন্ডের মাঠে প্রথম আতিথ্য নেবে পিএসজি। আর ৬ মে রাতে প্যারিসে ফিরতি লেগে মুখোমুখি হবে শেষ আটে প্রত্যাবর্তনের গল্প লেখা এ দুই দল। কোয়ার্টারে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় পাওয়া এ দুই দলের কাছ থেকে এখন সেমিতেও রোমাঞ্চকর লড়াই দেখার প্রত্যাশা ফুটবল,রোমান্টিকদের।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**